العقيدة الصحيحة لإقامة الدين

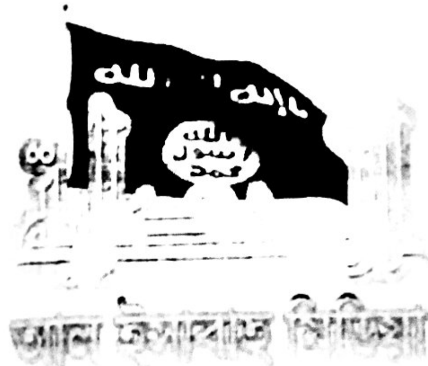
দ্বীন কায়েমের সঠিক আক্বীদা

প্রণেতাঃ শাইখ আব্দুল হালীম
(লিসান্স, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়)

সম্পাদনাঃ মুফতি ইসমাইল নদভী

প্রকাশকঃ ডক্টর মিজানুর রহমান (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)
প্রকাশকালঃ মে -১৯৯৯ ইং, ২য় সংস্করণঃ অক্টোবর- ২০০২ ইং
৩য় সংস্করণঃ অক্টোবর- ২০১২ ইং
আদ্বীন প্রকাশনী, ৯৮৬/এ/২, বাংলাবাজার ঢাকা।

পরিবেশনায়ঃ



اِنَّ الْحَمْدَلِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنَعُوْذُبِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِاَنْفُسِنَاوَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ
اللّٰهُ فَلاَمُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلاَ هَدِيَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنْ لاَاِلٰهَ اِلاَّاللّٰهُ وَحْدَهٗ لاَشَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا
عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ يَااَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوْا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِه وَلاَتَمُوْتُنَّ اِلاَّ وَاَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ- يَااَيُّهَا النَّاسُ
اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْراً وَّنِسَاءً
وَاتَّقُوْا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَآءَلُوْنَ بِهِ وَلْاَرْحَامَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا-يَااَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوْا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا
قَوْلاً سَدِيْدًا يُّصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا

-ঃ সূচীপত্র ঃ-

بسم الله الرحمن الرحيم

দ্বীন কায়েমের ব্যাপারে কী আকীদা রাখা উচিত?

মানুষ জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে স্থির করে তার আকীদা ও বিশ্বাসের উপর। বাস্তব সত্য বলে সে মনের গভীরে যে আকীদা পোষণ করে, তার প্রতিষ্ঠা করার জন্য সব কিছু উজাড় করে দেয়, এম কি জীবন দিতেও প্রস্তুত হয়। যুগে যগে নবী-রসূল ও তাঁদের অনুসারীগণ সঠিক আকীদাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য জানের নজরানা পেশ করেছেন। তদ্রুপ কাফের-মুশরিকরাও তাদের বাতিল আকীদা ও বিশ্বাসের জন্য জীবন দিয়েছে।

আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন কায়েম করা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, এ ব্যাপারে অন্তরের অন্তস্থলে যদি কোন বিশ্বাস না থাকে, তাহলে দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য কখনই নিবেদিত হওয়া সম্ভব নয়। যদি কখন দেখা যায় এতদিন যে আকীদা ও বিশ্বাস পোষন করে আসছে, তা ভুলে ভরা বাতিল ও ভ্রান্ত, তখনই নেমে আসে চরম হতাশা। তাই দ্বীন প্রতিষ্ঠাকে যাঁরা জীবনের লক্ষ্য হিসেবে বেছে নিয়েছেন, হাজারো ভিড়ের মাঝে তাঁদেরকে এর সঠিক আকীদা খুঁজে বের করতে হবে।

দ্বীন কায়েমের প্রশ্নে সমাজে বিভিন্ন আকীদার লোক দেখা যায়। কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে কোন্ আকীদাটিকে নির্ভুল ও সত্য এ সর্ম্পকে সন্তোষজনক জবাব পেতে হলে আগে জানা দরকার, বর্তমান সমাজে কি কি আকীদা প্রচলিত রয়েছে। আমাদের জানা মতে বর্তমান সমাজে দ্বীন কায়েমের ব্যপারে প্রধানতঃ চার ধরণের আকীদা প্রচলিত রয়েছে।

১। সমাজ সংস্কার। ২। সমাজ বিপ্লব।
৩। গণতান্ত্রিক পদ্ধতি। ৪। গণ-অভ্যুত্থান।

১। সমাজ সংস্কারঃ এ আকীদার ধারক ও বাহক বিশ্বাস করেন যে, দাওয়াত ও তাবলীগের মাধ্যমে আজ থেকে কতিপয় শিরক্ ও বিদআ'ত উৎখাত করে ব্যক্তি র্সশোধনের মাধ্যমে কলুষমুক্ত ইসলামী সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব। বিধায় তারা রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার কোন পদক্ষেপ নেন না, এজন্য কিত্বাল বা সশস্ত্র জিহাদ করার প্রয়োজন ও মনে করেন না এবং গণতন্ত্র, রাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, জাতীয়তাবাদ ইত্যাদি ইসলামদ্রোহী শক্তি নির্মূল করার কথাও বলেন না; বরং এ ধরনের ভ্রান্ত মতাদর্শের লোকেদের সমন্বয়ে পরিচালিত জামআ'তকেই র্নিভেজাল তাওহীদি জামাআত' দাবী করে জিহাদ বিমুখ কর্মকান্ডের মাধ্যমে তারা তথাকথিত সমাজ সংস্কারের দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

২. সমাজ বিপ্লবঃ এ আকীদায় বিশ্বাসীগণ দাওয়াত ও জিহাদের মাধ্যমে সমাজের পরিবর্তন ঘটাতে চান, কিন্তু তারা সশস্ত্র জিহাদকারীদের সাহায্য করেন না। তাদের মতে

"জিহাদের পদ্ধতি পরিবর্তনশীল এবং অসি যুদ্ধের চেয়ে মসি যুদ্ধ অধিকতর শক্তিশালী।"[১] তারা আরও বলেন - "এ যুগে জিহাদের সর্বাপেক্ষা বড় হাতিয়ার হলো তিনটি - যথা কথা, কলম ও সংগঠন।"[২] তাই তারা সশস্ত্র জিহাদকে এ যুগের জন্য উপযোগী মনে করেন না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা সকল যুগের জন্যই সশস্ত্র জিহাদকে ফরজ করেছেনঃ

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

"তোমাদের উপর কিত্বাল (সশস্ত্র জিহাদকে) ফরজ করে দেয়া হয়েছে, তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়, কিন্তু তোমরা যা পছন্দ কর না, সম্ভবতঃ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর, এবং তোমরা যা পছন্দ কর সম্ভবতঃ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।" *(সূরা বাকারাহঃ ২১৬)*

কারো পছন্দ হোক বা না হোক সকল যুগের জন্য সশস্ত্র জিহাদের এ আদেশ জারী থাকবে। এপ্রসঙ্গে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বলেনঃ

بُعِثْتُ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ بِالسَّيْفِ وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي

"আমাকে কিয়ামত পর্যন্ত সকল যুগের জন্য তলোয়ার দিয়ে পাঠানো হয়েছে। আর আমার রিজিক (গণিমতের পন্থায়) বল্লমের ছায়ার নিচে রেখে দেওয়া দেওয়া হয়েছে"।

(সহীহ বুখারী কিতাবুল জিহাদ অধ্যায়)

لَا تَزَالُ عِصَابَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى أَمْرِ اللهِ قَاهِرِينَ لِعَدُوِّهِمْ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ وَهُمْ عَلَى ذَالِكَ

"আল্লাহর আইনকে বাস্তবায়ন করার জন্য আমার উম্মতের মধ্যে একটি ঈসাবা (দল) সব সময় কিত্বাল করে যাবে, তারা তাদের শত্রুদের প্রতি কঠোর হবে, যারা তাদের বিরোধিতা করবে তারা তাদের ক্ষতি করতে পারবে না। তারা কিয়ামত পর্যন্ত এ কাজ চালিয়ে যাবে"।

(সহীহ মুসলিম)

তথাকথিত সমাজ বিপ্লবীগণের আকীদা মতে যদি কেহ প্রচলিত গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ইত্যাদি ভ্রান্ত মতাদর্শ গ্রহণ করে এবং ঐসব আদর্শের ভিত্তিতে দেশ শাসন করে, তবুও তাদেরকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা থেকে উৎখাত করা যাবে না। এই ভ্রান্ত আকীদা ছড়ানোর উদ্দেশ্যে তারা নাবী-রাসূল (আঃ) গণের উপর মিথ্যা তোহমত

দিয়ে বলেন "নাবী-রাসূল (সাঃ) গণ তাদের আমলের প্রতিষ্ঠিত শাসন ক্ষমতাকে উৎখাতের চেষ্টা করেননি।"(৩)

কিন্তু বাস্তব সত্য এই যে, নাবী-রাসূল (আঃ) গণ তাদের যুগের প্রতিষ্ঠিত তাগুতি শাসন ক্ষমতাকে উৎখাতের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। কোন কোন নাবী-রাসূল (সাঃ) তাগুত শাসকদেরকে উৎখাত করে নিজে রাষ্ট্র ক্ষমতায় বসে আল্লাহর বিধান জারী করেছিলেন। কেহ উৎখাত করতে না পারলেও সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে আজীবন সশস্ত্র জিহাদ চালিয়ে গেছেন।

وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا

"আর বহু নাবী (আঃ) ছিলেন যারা সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে সশস্ত্র জিহাদ করেছেন। আল্লাহর পথে তাদের যত বিপদই এসেছিল সেজন্য তারা হতাশ হননি, দুর্বল ও হননি এবং দমেও যাননি।" *(সূরা ইমরানঃ ১৪৬)*

অতএব উপরোক্ত আয়াত থেকে ইহা ও প্রমাণিত হয় যে, নাবী-রাসূল (আঃ) গণ সশস্ত্র জিহাদ করেছেন। কিন্ত কিছু কিছু আলেম ইসলামের শত্রুদের চক্রান্তে বিভ্রান্ত হয়ে নবী-রাসূণ (আঃ) গণের আদর্শ ভুলে গেছেন। তাই তারা জিহাদের জন্য অস্ত্র ব্যাবহার বাদ দিয়ে শুধু কাগজ-কলম ব্যাবহার করার কথা বলেছেন এবং মানব রচিত বিধানে রাষ্ট্র পরিচালনাকারীদেরকে ক্ষমতা হতে উৎখাত করার চিন্তা করছেন না। তাই মনের অজান্তেই দুটি কাজকে তারা বেছে নিয়েছেনঃ

১। জিহাদকে অস্ত্র মুক্ত করে কাগজ কলমে রূপান্তরিত করা ।
২। ত্বাগুতদেরকে ক্ষমতা থেকে উৎখাত না করার পক্ষপাতিত্ব করা।

প্রকৃতপক্ষে এগুলো কাদিয়ানীদের আকীদা এবং ইসলাম বিদ্ধংসী ষড়যন্ত্র। বর্তমানে তাওহীদপন্থী কিছু আলেমও তাদের এই ভ্রান্ত আকীদার অনুসারী হয়েছে। কাদিয়ানীরা যেমন ইংরেজ ও তার দোসরদের সশস্ত্র জিহাদ না করার ফতোয়া দিয়েছিল ঠিক তেমনি ভাবে এই যুগের আলেমদের মধ্যেও কেউ কেউ মুসলমান নামধারী ত্বাগুত শাসকদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদ না করার ফতোয়া দিচ্ছে।

উপরে বর্ণিত সমাজ সংস্কার ও সমাজ বিপ্লব উভয় পদ্ধতির মাঝে দ্বীন ইসলামকে রাষ্ট্রীয় ভাবে কায়েম করার কোন পকিল্পনা বা কর্মসূচী মোটেও দেখা যায় না। অথচ

১, ২, ৩, টিকাঃ সমাজ বিপ্লবের ধারা (আন্দোলন সিরিজ-৩)
১৯৯৪ ইং মার্চে প্রকাশিত বই-এর ১৪ ও ১৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

আল্লাহ তা'আলা নূহ (আঃ) থেকে মুহাম্মদ (সাঃ) পর্যন্ত সকল নবী রাসূল (আঃ) গণের প্রতি দ্বীন ইসলামকে কয়েম করার নির্দেশ দিয়েছেনঃ

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ

"তিনি তোমাদের জন্য দ্বীনের ক্ষেত্রে সেই পথই নির্ধারণ করেছেন, আদেশ দিয়েছিলেন নূহকে, যা আমি প্রত্যাদেশ করেছি আপনার প্রতি এবং যার আদেশ দিয়েছিলাম, ইবরাহিম, মুসা ও ঈসা (আঃ) কে এই মর্মে যে, তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং তাতে অনৈক্য সৃষ্টি কর না।" *(সূরা শূরাঃ ১৩)*

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا

"তিনিই প্রেরণ করেছেন তাঁর রাসূল (সাঃ) কে হেদায়াত ও সত্য দ্বীন সহকারে যাতে একে অন্য সমস্ত দ্বীনের (মতবাদের) উপর জয়যুক্ত করেন। সত্য প্রতিষ্ঠারূপে আল্লাহই যথেষ্ঠ।" *(সূরা ফাতাহঃ ২৮)*

আল্লাহর প্রত্যেক নবী-রাসূল (আঃ) গণ রাষ্ট্রীয়ভাবে দ্বীন কায়েমের জন্য তাঁদের সময়ের প্রতিষ্ঠিত বাতিল শাসকদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদ চালিয়ে গেছেন। নবী-রাসূল (আঃ) গণ ত্বাগুতী বিধানে রাষ্ট্র পরিচালনাকারীদেরকে ক্ষমতায় রেখে দেওয়া বা তাদেরকে উৎখাতের চেষ্টা না করে অন্য কোন সংস্কারের দায়িত্ব পালন করেননি। কাজেই নবী-রাসূল (আঃ) গণের পদ্ধতিকে বাদ দিয়ে অন্য কোন পদ্ধতিতে সমাজ সংস্কার বা সমাজ বিপ্লব হতে পারে না।

অতএব সংস্কার করা যদি ইচ্ছাই থাকে তবে প্রথমে রাষ্ট্র হতে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, রাজতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ইত্যাদি মতবাদকে উৎখাত করে তদস্থলে আল্লাহর মনোনীত দ্বীন ইসলামকে প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে রাষ্ট্র সংস্কার করা উচিত। সুতরাং যারা রাষ্ট্র ক্ষমতায় ইসলামকে নতুন রাহবানিয়াত পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন।

ঈসা (আঃ)-এর অন্তর্ধানের পর তাঁর উম্মতের শাসকরা ইঞ্জিলের বিধানবলী পরিপর্তন করে নিজেদের মনগড়া বিধান চালু করে। এই অবস্থা দেখে কিছু সংখ্যক খাঁটি আলেম ও ন্যায়পরায়ন ব্যাক্তি ধর্মবিমূখ শাসকদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান এবং এই আয়াত পড়ে পড়ে জনগণকে ত্বাগুত শাসকদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলেন।

وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

"ইঞ্জিলের অনুসারীদের প্রতি নিদের্শ ছিল যে, আল্লাহ্ তাতে যা অবতীর্ণ করেছেন তদানুযায়ী হুকুমত পরিচালনা করা। আর যে সব লোক আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তদানুযায়ী হুকুমত পরিচালনা করে না, তারাই ফাসেক"।

(সূরা মায়েদাহঃ ৪৭)

খাঁটি আলেমগণ আল্লাহর এই আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যা তুলে ধরার ফলে শাসকরা তাদেরকে হত্যা করে। আর কিছু সংখ্যক আলেম ভয়ে ভীত হয়ে তাগুতের বিরুদ্ধাচারণ না করে রাহবানিয়াত (বৈরাগ্যবাদ) পদ্ধতি অবলম্বন করেন।

এদের একদল শাসকদের উদ্দেশ্যে বলে, "আমরা আপনাদের কোন বিরোধিতা করবনা। আমাদের জন্য সু-উচ্চ মিনার বানিয়ে দিন। সেখানে বসে আল্লাহর ইবাদত করব। খাদ্যের প্রয়োজন হলে নিচে রশি নামিয়ে দেব। আপনারা তাতে খাদ্য বেঁধে দেবেন। আমরা কখন নিচে এসে আপনাদের শাসন ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ করব না"। আর একদল বলে, "আমরা বনে-জঙ্গলে গিয়ে আল্লাহর ইবাদত করব। আপনাদের শাসন ক্ষমতার ধারে কাছেও আসবনা"। অন্য আর একদল বলে, আমরা এদেশেই থাকব, আপনাদের আশেপাশেই চলাফেরা করব এবং শুধু খাদ্যের অনুসন্ধান করব। যেমন-পশুরা করে থাকে। আমরা আপনাদের শাসন ক্ষমতা থেকে উৎখাত করে তদস্থলে আল্লাহর আইন বাস্তবায়নের জন্য জনগণকে উদবুদ্ধ করবনা; বরং আমরা গৃহপালিত পশুর মত আপনাদের অনুগত হয়ে থাকব"। একথা শুনে শাসকরা তাদেরকে ছেরে দেয়।

(সূরা আল হাদিদঃ ২৭ তাফসীর ইবনে কাসীর দেখুন)

অতএব, এই ঘটনার পরিপেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ

"আর রাহবানিয়াত" (বৈরাগ্যবাদ) সে তো তারা নিজেরাই উদ্ভাবন করেছে, আমি এটা তাদের উপর ফরজ করিনি।" *(সূরা হাদিদঃ ২৭)*

ঐ সমস্ত রাহেবরা লোকেদেরকে শরীয়তের কিছু কিছু বিধান পালনে উদবুদ্ধ করত। কিন্তু দ্বীন শাসন ব্যাবস্থায় প্রতিষ্ঠিত করার আয়াত গুলোকে আড়াল করে রাখত। রাহেবদের মত আজকের আলেমরাও দ্বীনকে শাসন ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করার আয়াত গুলোকে আড়াল করে রাখছেন অর্থাৎ সেগুলোকে বাস্তবায়নের জন্য কাউকে উৎসাহ দিচ্ছে না; বরং দ্বীনের শুধু ঐ কাজ গুলোই করার জন্য জনগণকে উৎসাহ দিয়ে যাচ্ছেন, যে গুলো করলে ত্বাগুত সরকারের পক্ষ থেকে কোন বাঁধার সম্ভানা নেই।

কেউ কেউ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, জাতীয়তাবাদ ইত্যাদি মতবাদকে পৃথক কোন ধর্ম বলতে চান না। তারা বলেন "ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য এগুলো দলীয় ব্যাপার মাত্র।" প্রকৃত এসব মতবাদ যদি ইসলাম ধর্মের বিপরীতে কোন আলাদা ধর্মই না হত, তাহলে তাদের রচিত সংবিধান ইসলাম ধর্মের সংবিধান হতে আলাদা এবং মুসলিম নামধারী ঐ সমস্ত পার্টির নেতারা ক্ষমতায় গিয়ে রাষ্ট্রীয়ভাবে আল্লাহর আইন চালু করেনা কেন? আসলে এখানে বিষয়টি স্পষ্ট যে, মতবাদগুলো ইসলাম ধর্মের বিপরীতে আলাদা ধর্ম এবং এর সংবিধান হচ্ছে ত্বাগুতী সংবিধান। যেমন আল্লাহর নিকট মনোনীত ধর্ম ইসলাম ও তার সংবিধান হচ্ছে আল-কুরআন। ঐ সমস্ত পার্টির নেতারা আল্লাহর আইনের বিরুদ্ধে মানুষের

তৈরী করা আইন বাস্তবায়নকারী ত্বাগুত। অতএব শাসন ক্ষমতা হতে ত্বাগুতদেরকে উৎখাত করে তদস্থলে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠা করা প্রত্যেক নবী-রাসূল (আঃ) গণ ও ঈমানদারগণের প্রধান দায়িত্ব।

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

"প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই আমি রাসূল পাঠিয়েছি যে দায়িত্ব দিয়ে যে, তোমরা একমাত্র আল্লাহর ইবাদত কর এবং সকল প্রকার ত্বাগুতকে বর্জন কর।"

(সূরা নাহলঃ ৩৬)

يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ

"তারা ত্বাগুতকে বিধানদানকারী বানাতে চায়। অথচ তাদের প্রতি নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তারা যেন ত্বাগুতকে অমান্য করে।" *(সূরা নিসাঃ ৬০)*

যারা ত্বাগুতী নেতা-কর্মী ও সমর্থকদেরক ত্বাগুতী রাজনীতি বর্জন করার নির্দেশ দেয়না; বরং গণতন্ত্র, রাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, জাতীয়তাবাদ ইত্যাদি ভ্রান্ত মতবাদে বহাল রেখেই নিজ নিজ জামআ'তে অর্ন্তভক্ত করে তাদেরকে সাথে সমাজ সংস্কার ও সমাজ বিপ্লব করে বিড়াচ্ছেন, জানিনা তাদের বিপ্লবোত্তর সমাজ কেমন হবে? রাষ্ট্রীয়ভাবে কি তাদের ইসলামী আইনের প্রয়োজন হবে না? অথচ রাসুল (সাঃ)-এর নিজ হাতে গড়া সমাজের লোকেদেরও চুরির দায়ে হাত কাটার জন্য এবং ব্যভিচারীকে পাথর মেরে হত্যা করার জন্য রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার প্রয়োজন হয়েছিল। অতএব রাষ্ট্র ক্ষমতা হাতে না নিয়ে তারা কিভাবে আল্লাহর এ বিধান গুলো পালন করবেন?

৩। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিঃ এ আকীদা গ্রহণকারীগণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ক্ষমতায় গিয়ে দ্বীন কায়েম করতে চান। সে মতে তারা দেখতে পাচ্ছেন যে ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য মেজোরিটি পার্সেন্ট ভোটের প্রয়োজন হয়। কাজেই ইসলামকে বাস্তবায়ন করতে হলে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে হিন্দু, মুসলিম, নাস্তিক, মুরতাদ সকলেরই সমর্থন নিতে হবে অতএব আল-কুরআনে বর্ণিত সশস্ত্র জিহাদের পদ্ধতি গ্রহণ করে বাতিল সরকার উৎখাতের প্রচেষ্টা চালানো যাবে না। তাদের নিকট বর্তমান যুগে ভোট যুদ্ধই প্রকৃত ইসলামী যুদ্ধ এবং এ যুদ্ধ জয়লাভের মাধ্যমেই ইসলামকে রাষ্ট্রীয়ভাবে কায়েম করা সম্ভব।

এসব মতবাদে যারা বিশ্বাসী তাদের জানা দরকার যে, এ পদ্ধতিটি আদৌ কোন সুন্নতি পদ্ধতি নয়; বরং নিঃসন্দেহে এটি একটি কুফরী পদ্ধতি। শিক্ষিত সমাজ অবগত আছেন যে, এ পদ্ধতিটি আল্লাহর নিদের্তশিত বা রাসূল (সাঃ) এর অনুমোদিত নয়; বরং এটা কাফের-মুশরিকদের তৈরী। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকনকে এপদ্ধতিটির জনক বলা হয়।

তাদের একটু চিন্তা করা দরকার, কুরআনে বর্ণিত পদ্ধতি পরিত্যাগ করে কাফের-মুরিকদের তৈরী পদ্ধতিকে কি ভাবে ইসলাম কায়েমের জন্য সহায়ক হবে? অথচ

কাফেররা এপদ্ধতিটি এজন্যই তৈরী করেছে যাতে করে মুসমানদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসা চিরতরে বন্ধ করা যায়। কাফেররা মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করে কোন দিনই বিজয়ী হতে পারেনি। কারণ মুসলমানগণ যুদ্ধ করে এই বিশ্বাস নিয়ে যে, এ পথে শহীদ হলে জান্নাত পাওয়া যাবে। আর কাফেররা যুদ্ধ করে এই মনমানসিকতা নিয়ে যে, মরে গেলে দুনিয়ার ভোগ বিলাস সব কিছুই হারাবে। তাই গবেষণা করে উদ্ভাবন করেছে ভোটের মাধ্যমে ক্ষমতায় যাওয়ার রক্তপাতহীন এক নতুন কৌশল।

কাফেররা বুঝতে পারে যে, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিটি মুসলমানদের মাঝে সংক্রামিত করতে পারলে ঈমাদার মুসলমানরা কখনো শাসন ক্ষমতায় যেতে পারবে না। এর ফলে পৃথিবী হতে ইসলামী শাসন বিলীন হয়ে যাবে, আর এটাই শয়তানের কামনা। এজন্য জ্বিন শয়তান এবং মানুষ শয়তান তাদের দেখানো ভ্রান্ত পথগুলো মুমিনদের মানস পটে সুন্দর রূপ দিয়ে স্থাপন করে এবং সেই পথে কাজ করার প্ররোচনা দেয়। এ ব্যাপারে আল্লাহতাআলা ঘোষণা করেনঃ

وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ

"শয়তান তাদের দৃষ্টিতে তাদের কার্যাবলী সুশোভিত করে দিয়েছে। অতঃপর তাদেরকে সৎপথ থেকে নিবৃত করে রেখেছে। অতএব তারা সৎপথ পায়না।"

(সূরা নামালঃ ২৪)

অনুরূপভাবে, কাফের শয়তানরা ভোটের পদ্ধতি উদ্ভাবন করে দ্বীন কায়েমে আগ্রহী লোকেদেরকে এভাবে বুঝাচ্ছে যে, এই পদ্ধতিতে ধৈর্যের সাথে মেহনত করতে থাক, তবে বিনা রক্তপাতে তোমরাও একদিন ইসলামী শাসন কায়েম করতে পারবে। যেমন নাকি এই পদ্ধতি অবলম্বন করে জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ইত্যাদি মতবাদ কায়েম করেছে। কাফেররা তাদের ভোটের পদ্ধতিটি এত সুন্দর করে তুলে ধরার আরেকটি কারণ এই যে, তারা এটা ভালো করেই জানে, শয়তান দল সব সময়ই ভারী হবে। সুতুরাং তাদের মত বৃহৎ শয়তানদের ক্ষমতায় আসার জন্য এ পদ্ধটি অত্যন্ত ফলদায়ক। যারা পরিপূর্ণভাবে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা করতে চাইবে এ পদ্ধতি অবলম্বন করে তারা কখন ক্ষমতায় আসতে পারবেনা। কেননা অধিকাংশ মানুষের কাছে ইসলামী অনুশাসন পছন্দ হয় না।

তবে হ্যাঁ ইসলামের নামেও ক্ষমতায় আসা যাবে। যদি হিকমতের দোহাই দিয়ে ইসলামী মূল্যবোধকে ছাড় দেওয়া আর দেশীয় ত্বাগুতদের আথে সামিল হওয়া যায়, তাহলে ত্বাগুতী সংসদে এমপি/মন্ত্রিতও পাওয়া যাবে। কিন্তু শর্ত এই যে ইংরেজ ত্বাগুতদের বিধানে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে হবে এবং দেশী-বিদেশী কাফির-মুশরিকদেরকে বুঝতে হবে আমরা মৌলবাদী কট্টরপন্থি নই; বরং আমরা বিশ্ব গণতন্ত্রায়নের পক্ষে, তাহলে এ পদ্ধতিতে রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসা বৈচিত্র কিছু নয়। কেননা এদেশে ইসলামের নাম নিয়ে মুসলিম লীগও একদিন ক্ষমতায় এসেছিলো। তারা

মুসলমানদেরকে আলাদা আবাস ভূমির লোভ দেখিয়ে আল্লাহর আইন বাস্তবায়ন করার অঙ্গীকারও করেছিল। কিন্তু তাদের দ্বারা ইসলামী হুকমত প্রতিষ্ঠা হয় নাই। কারণ তারা ইংরেজদের মনঃপুত গণতন্ত্রের ধারা অব্যাহত রেখে ক্ষমতায় এসেছিল। আজও সেই একই অবস্থায় পুরাবৃত্তি হচ্ছে। তাই ইসলামের নামে গণতান্ত্রিক পন্থায় কোন দল যদি পূর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠতাও পায়, তবুও তারা আল্লাহর বিধান কায়েম করতে পারবেনা। কারণ চোরের হাত কাটা গেলে, এগুলো মানবতা বিরোধী আইন। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে চাইলে চলবে, ওটা ব্যাকডেটেড শিক্ষাব্যবস্থা যা বর্তমান বিশ্বে অচল। সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থা গ্রহণ না করলে বলবে বিশ্বে তোমরা এক ঘরে হয়ে যাবে, তোমাদের উপর অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করা হবে। রেডিও, টিভি, সিনেমা, পার্লার, বিপণী বিতান ও রাস্তাঘাটে অশ্লীলতা প্রতিরোধে ইসলামী আইন প্রয়োগ করতে চাইলে বলবে এরা ইসলামের নামে মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করছে। এদেরকে ক্ষমতা থেকে উৎখাত কর। এরা গণতন্ত্রের মাধ্যমে ক্ষমতায় এসে গণতন্ত্র বিরোধী কাজ করতে চায়। তখন কি আপনাদের বিরুদ্ধে মিছিল-মিটিং, আন্দোলন, হরতাল, অবরোধ হবে না? কারণ এসব হচ্ছে বর্তমান বিশ্বের গণতান্ত্রিক অধিকার। আপনারা কি তখন বলতে পারবেন আল্লাহর আইনের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক অধিকারের আন্দোলন চলবে না? এমতাবস্থায় বিশ্ব গণতন্ত্রের মোড়লরা কি ইসলামী হুকমত প্রতষ্ঠা করার জন্য আপনাদের সাহায্য করবে? আপনারা কি জানেন না! গণতন্ত্রের মাধ্যমে তারা এষড়নধষরুধঃরড়হ বা বিশ্বায়নের নামে পৃথিবী হতে ইসলামের নাম নিশানা মুছে ফেলতে চায় এবং আমাদেরকে তাদের গণতন্ত্রের জালে আবদ্ধ করে তারা বিশ্বের সুপার পাওয়ার হতে চায়। আমরা কি আল্লাহর নির্দেশিত জিহাদ-কিত্বালের রাজনীতি ছেড়ে ইসলামের নামে গণতন্ত্রের বুর্যূয়াদেরকে সুপার পাওয়ার হওয়ার সুযোগ করে দেব?

মুসলমানগণ ভারতবর্ষ থেকে ইংরেজ শাসন অবসান ঘটিয়ে তদস্থলে ইকামতে দ্বীনের জন্য জিহাদ অবতারণা করে। বিভিন্ন সময়ে যার নেতৃত্ব দেন শাহ ওয়ালিউল্লাহ, সাইয়েদ আহমেদ ব্রেলেভী, শাহ ইসমাইল, এনায়েত আলি, হাফেজ তিতুমীর (রহঃ) আরও অনেকে। অবশেষে ইংরেজরা যখন বুঝতে পারে যে, তাদের আর এদেশে শাসন করা সম্ভব হবে না, তখন মুসলমানদের মাঝে গণতন্ত্রের বীজ বপন করতে লাগল, যেন তারা চলে গেলেও তাদের রচিত সংবিধান এদেশে প্রতিষ্ঠিত থাকে। এ উদ্দেশ্যে কিছু সুবিধাবাদী মুসলমানকে তাদের অনুসারী বানায়। যারা জিহাদ কিত্বালের ধারা বন্ধ রেখে এদেশে গণতন্ত্রের ধারা চালু করে। একথা ভাবতেও অবাক লাগে তারা মুসলমান হয়ে কি ভাবে কাফেরদের রচিত চক্রান্তের জালে পা দিল। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে অধিকাংশ মানুষের সমর্থন নিয়ে ক্ষমতায় যাওয়ার এই গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অবলম্বন করা থেকে বিশেষ ভাবে সর্তক করেছেনঃ

وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

"যদি তুমি পৃথিবীর অধিকাংশের মত অনুস্বরন কর, তবে তারা তোমাদেরকে আল্লাহর পথ হতে বিপথগামী করে দেবে।" *(সূরা আনআমঃ ১১৬)*

গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে যারা ইসলাম কায়েম করতে চান, তারা যদি গভীর দৃষ্টি দিয়ে কুরআন অধ্যায়ন করে তবে দেখতে পাবেন, অধিকাংশ লোকই সত্যকে গ্রহণ করতে চায় না।

لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ

"আমি তোমাদের কাছে সত্য দ্বীন নিয়ে এসেছি কিন্তু তোমাদের অধিকাংশ লোকই সত্যকে অপছন্দ করে।" *(সূরা যুখরুফঃ ৭৮)*

এরূপ কথা শুধু দু'এক জায়গায় নয় বরং কুরআন মাজীদে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অধিকাংশ মানুষের পথ ভ্রষ্টতার দলীল পাওয়া যায়।

وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ "তারা অধিকাংশই ফাসেক।" *(সূরা তাওবাঃ ৮)*

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ

"অধিকাংশ মানুষ আল্লাহর উপর ঈমান আনে, অথচ সাথে সাথে শিরক্ ও করে।"
(সূরা ইউসুফঃ ১০৬)

بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ

"বরং তাদের অধিকাংশই সত্য জানে না; অতএব তারা টালবাহানা করে।"
(সূরা আম্বিয়াঃ ২৪)

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ

"অধিকাংশ জ্বিন ও ইনসানকে আমি জাহান্নামের জন্য তৈরী করেছি। তাদের অন্তর রয়েছে তার দ্বারা বিবেচনা করেনা, তাদের চোখ রয়েছে তার দ্বারা দেখে না, আর তাদের কান রয়েছে তার দ্বারা শোনে না। তারা চতুষ্পদ জন্তুর মতো, বরং তাদের চেয়েও নিকৃষ্টতর। তারাই হলো গাফেল।" *(সূরা আরাফঃ ১৭৯)*

তাহলে যদি অধিকাংশ লোকই নির্বোধ হওয়ার কারণে ইসলামী শাসনকে পছন্দ না করে, তবে গণতান্ত্রিক পন্থায় কি ভাবে দ্বীন কায়েম হবে? তর্কের খাতিরে যদি স্বীকার করাও যায় যে, অধিকাংশের সমর্থন লাভ করে ক্ষমতায় গিয়ে দ্বীন কায়েম করা সম্ভব হবে, তারপরও গণতান্ত্রিক পন্থায় দ্বীন কায়েম করার অপরাধে আল্লাহর নিকট অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে। কারণ আল্লাহ তো দ্বীন কায়েমের জন্য একটি পদ্ধতি দিয়েছেন,

তা পরিত্যাগ করে মানব রচিত কোন পদ্ধতিতে দ্বীন কায়েম করার অনুমতি তিনি কাওকে দেননি। অতএব কাফেরদের তৈরী গণতান্ত্রিক পদ্ধিতিতে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন কায়েমের চেষ্টা করা কোন ক্রমেই বৈধ নয়।

ভোটের মাধ্যমে দ্বীন কায়েমে আগ্রহী লোকেরা কাফের-মুশরিকদের চক্রান্ত বুঝতে পারেনি, আসলে কাফেররা মুমিনদেরকে নিরস্ত্র করে তারা অস্ত্রে সমৃদ্ধ হতে চায়, যাতে একযোগে আক্রমন চালিয়ে দুনিয়া হতে মুসলমানদেরকে নিশ্চিহ্ন করতে পারে।

এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ আমাদের সর্তক করে দিয়ে বলেনঃ

وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً

"কাফেররা চায় তোমরা তোমাদের অস্ত্রশস্ত্র মালসামান হতে গাফেল থাক, যাতে (অসর্তক মুহূর্তে) তারা একযোগে তোমাদের উপর আক্রমন করতে পারে।"

(সূরা নিসাঃ ১০২)

দ্বীন কায়েমের জন্য অস্ত্র হাতে নিয়ে প্রশিক্ষণ নিলেই মুসলমানদেরকে সন্ত্রাসী, উগ্রপন্থী, মৌলবাদী অ্যাখ্যা দেওয়া হয়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) সশস্ত্র জিহাদ করেছেন এজন্য কাফেররা তাঁকেও সন্ত্রসী বলেছে। একবার বিশেষ ভাবে ভেবে দেখুন! মুমিনদের অস্ত্র ও প্রশিক্ষন না থাকলে রাষ্ট্র ক্ষমতা পেলেও তারা কি সে ক্ষমতা ধরে রাখতে পারবে? দেশী-বিদেশী ইসলামী বিরোধী শক্তি আক্রমন করে মুহূর্তের মধ্যেই সেই ক্ষমতা ছিনিয়ে নেবে। কিন্তু মুমিনরা প্রশিক্ষন নিয়ে অস্ত্রে সজ্জিত থাকলে তারা ঈমান ও রাষ্ট্র হেফাজতে সশস্ত্র ঝাঁপিয়ে পড়তে পারবে। তাতে হয় শহীদ হবে নয়ত বিজয়ীর বেশে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন কায়েম অক্ষুন্ন রাখতে পারবে। আর এই দ্বীন কায়েমের বিষয়টি জনগণের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, চাওয়া-নাচাওয়ার উপর নির্ভর করে না।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا

"তারা কি আল্লাহর দেওয়া জীবন ব্যাবস্থার পরিবর্তে অন্য জীবন ব্যাবস্থা তালাশ করছে? অথচ আসমান ও জমিনে যা কিছু রয়েছে ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক সব তাঁরই অনুগত।" *(সূরা ইমরানঃ ৮৩)*

আসমান ও জমিনে সবই আল্লাহ্ তাআলার অনুগত হলেও গণতন্ত্রের মাধ্যমে দ্বীন কায়েমে আগ্রহী লোকেরা তাঁর অনুগত হতে পারছেনা। কারণ তারা আল্লাহর দেওয়া পদ্ধতিকে বাদ দিয়ে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। যার তারা কাফেরদের তৈরীকৃত সংবিধান অক্ষুন্ন রাখার জন্য কুফরী বাক্য উচ্চারণ করতেও দ্বিধাবোধ করেন না।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তাআলা বলেনঃ

وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ

"অথচ নিঃসন্দেহে তারা কুফরী বাক্য বলেছে এবং মুসলমান হবার পর কুফরী করেছে।"

(সূরা তাওবাঃ ৭৪)

তাই দেখা যাচ্ছে বর্তমানে এমপি ও মন্ত্রীবৃন্দ সংসদে গিয়ে মানব রচিত সংবিধান বাস্তবায়নের শফথ বাক্য উচ্চারণ করে কাফেরে পরিণত হচ্ছে।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেনঃ "যে ব্যক্তি কুফ্‌রী বাক্য উচ্চারণ করল অথবা কুফ্‌রী কাজ করল তজ্জন্য যে কাফের পরিণত হলো, যদিও একথা বা কাজের দ্বারা তার কাফের হওয়ার উদ্দেশ্য না থাকে। কেননা কেহই কাফের হওয়ার ইচ্ছা পোষন করে না, তবে আল্লাহ্ যাকে চান।"

('শরীয়তের দৃষ্টিতে অজ্ঞতার দরুন ওজর' নামক গ্রন্থের ১৫৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য প্রকাশনায়ঃ দারুল হামাযী রিয়াদ, সৌদি আরব।)

অতএব যে ব্যক্তি দ্বীন কায়েমের উদ্দেশ্যে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়ে মানব রচিত সংবিধান বাস্তবায়নের শপথ গ্রহণ করল, সে ব্যক্তি সুস্পষ্ট কুফ্‌রী করল। এরপর ঐ বক্তি যদি তার ভুল বুঝতে পেরে আল্লাহর নিকট তওবা করে ক্ষমতা ছেড়ে দেয় এবং সশস্ত্র জিহাদের মাধ্যমে আল্লাহর আইনের বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নেয়, তবে অল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করতে পারেন। কিন্তু তা না করে সংসদ হিসেবে সে দায়িত্ব গ্রহণ করল এবং হিকমতের দোহাই দিয়ে মানব রচিত সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশ গ্রহণ নিল এর ফলে শির্‌ক করল অর্থাৎ আল্লাহর শাসন কর্তৃত্বে মানুষের শাসন শরীক করল।

অথচ আল্লাহ্ তাআলা বলেনঃ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا

"আল্লাহ্ তার শাসন কর্তৃত্বে কাউকে শরীক করে না।" *(সূরা কাহাফঃ ২৬)*

গণতন্ত্রের পক্ষে দলীল দিতে গিয়ে কতিপয় ব্যক্তিবর্গ ওমর, ওসমান ও আলী (রাঃ)-এর আমিরুল মু'মিনিন নির্বাচন পদ্ধতির প্রসঙ্গ টানেন। অথচ তাঁরা আমির নির্বচিত হয়েছিলেন কয়েকজন তাকওয়া সম্পন্ন ঈমানদারের পরামর্শের (শূরার) ভিত্তিতে। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শুধু কয়েকজন ঈমানদারের ভোটে নেতা নির্বাচন হয় না; বরং এ পদ্ধতি অবলম্বন করলে জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে সকলের নিকট ভোট চাইতে হবে কিন্তু মুসলমানদের নেতা নির্বাচনে কোন অমুসলিম রায় দিতে পারে না। অথচ গণতান্ত্রিক নিয়মে মুসলিম-অমুসলিম, ভলো-মন্দ, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ঈমানদার-বেঈমান, বিবেকবান-বোকাসহ দেশের সকল নাগরিকেই ভোটাধিকার রয়েছে এবং এদের সবার ভোটের মান সমান। তাহলে গণতন্ত্রের সাথে ওমর, ওসমান ও আলী (রাঃ) - এর আমির নির্বাচিত হওয়ার সামঞ্জস্য কিভাবে হল।

তাছাড়া আমাদের এখন আমির নির্বাচনের প্রেক্ষাপট নয়; বরং এদেশে এখন দ্বীন কায়েমের প্রেক্ষাপট। দ্বীন কায়েমের পদ্ধতি ও আমির নির্বাচনের পদ্ধতি কখনও এক নয়।

দ্বীন কায়েমের পদ্ধতি হচ্ছে কিত্বাল (সশস্ত্র জিহাদ) এবং আমির নির্বাচনের পদ্ধতি হচ্ছে মুত্তাকীদের দ্বারা গঠিত সূরায়ী পদ্ধতি। সুতুরাং এখন দেখতে হবে আমাদের দেশে দ্বীন কায়েম আছে কি না, যদি তা না থাকে তাহলে আল্লাহর নির্দেশ ও রাসূল (সাঃ) এর তারীকা অনুযায়ী কিত্বালী পদ্ধতিতে এ দেশে দ্বীন কায়েম করতে হবে। অতএব আমরা একথা বলছি না যে, ইসলামী দলের আমির নির্বাচন করার জন্য কিত্বাল শুরু করুন; বরং একথা বলছি যে, শুরায়ী পদ্ধতিতে আমীর নির্বাচন করে তারই নেতৃত্বে দ্বীন কায়েমের জন্য কিত্বাল করুন এবং এ কিত্বাল হচ্ছে দ্বীন কায়েমের একমাত্র পদ্ধতি।

কোন আমল কবুল হওয়র শর্ত হলো তা আল্লাহর নির্দেশ ও রাসূল (সাঃ)-এর তারীকা অনুযায়ী হতে হবে, তা না হলে তার সমস্ত আমল বিনষ্ট হবে। কাজেই দ্বীন কায়েম করতে হলে তা আল্লাহর নির্দেশ ও রাসূল (সাঃ)-এর তারীকা অনুযায়ী করতে হবে। তা না করে দ্বীন কায়েমের জন্য অন্য কোন পদ্ধতি অবলম্বন করলে আল্লাহর নিকট এ প্রচেষ্টার এক কানাকড়ি মূল্য ও পাওয়া যাবে না; বরং তার সমস্ত আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে।

আল্লাহ্ তাআলা বলেনঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ

"হে মুমিনগণ আল্লাহ্ ও রাসূল (সাঃ)-এর অনুসরন কর এর (এরূপ না করে) তোমাদের আমল গুলোকে বিনষ্ট কর না।" *(সূরা মুহাম্মদঃ ৩৩)*

আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বলেনঃ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ اَمْرُنَا فَهُوَرَدٌّ

"যে কর্মের ব্যাপারে আমাদের (কুরআন-হাদীসে) নির্দেশ নেই তা প্রত্যাখ্যাত।"
(সহীহ বুখারী ২য় খণ্ড ১৯২ পৃঃ)

কোন কোন দলের নেতাগণ বলেন- গণথান্ত্রিক পদ্ধতিকে কুফ্‌রী পদ্ধতি হিসাবেই জানি কিন্তু আমরা তো এ পদ্ধতি কিছু দিনের জন্য গ্রহণ করছি। এখন বিবেকবান ঈমানদারদের নিকট প্রশ্ন, স্বেচ্ছায় জেনে বুঝে কিছু সময়ের জন্য কুফ্‌রী করা কি জায়েয আছে? আবার কেহ এ কুফ্‌রী পদ্ধতিকে হিকমত হিসেবে গ্রহণ করে থাকেন। তাই তারা কিত্বালকে ফরয জেনেও তা বাদ দিয়ে গণতান্ত্রিক পন্থায় দ্বীন কায়েম করতে চাচ্ছেন এবং হিকমতের নাম করে কিত্বালের প্রশিক্ষণ নেওয়া থেকে বিরত থাকছেন। তাই সশস্ত্র জিহাদের প্রশিক্ষণ পরিত্যাগ করা কি হিকমত? নাকি প্রকাশ্যে সম্ভাব না হলে গোপনে প্রশিক্ষণ নেওয়া হিকমত? কোন বির্ধমী এলাকায় বসবাসকরী মুসলমানের জন্য নামাজ পড়া যদি বিপজ্জনক হয় তাহলে তা পরিত্যাগ করা হিকমত? নাকি প্রকাশ্যে পড়তে না পারলে গোপনে পড়া হিকমত?

যারা এধরণের হিকমতের কথা বলছেন তাদের নেতা কর্মীগণ কি সশস্ত্র জিহাদের প্রশিক্ষণ নিয়েছেন? বিগত কয়েক যুগ তাদের কতজন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মুজাহিদ তৈরী

হয়েছে? তারা কি রাসূল (সাঃ)-এর মতো দ্বীন কায়েমের জন্য সশস্ত্র জিহাদ করে শহীদ হতে চান?

وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ، لَوَدِدْتُ أَنِّيْ أُقْتَلُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ ثُمَّ أُحْيَا، ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا، ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا، ثُمَّ أُقْتَلُ

"রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন- ঐ শত্তার শপথ যার হাতে আমার জীবন। আমি কামনা করি আল্লাহর রাস্তায় সশস্ত্র জিহাদ করতে করতে যেন শহীদ হয়ে যাই। অতঃপর আমাকে জীবিত করা হয়, পুনরায় শহীদ হয়ে যাই। আবার জীবিত করা হয়, পুনরায় শহীদ হয়ে যাই।

(সহীহ বুখারী, কিতাবুল জিহাদ)

রাসূল (সাঃ) বলেন যে ভাবে দ্বীন কায়েমের জন্য সশস্ত্র জিহাদ করেছেন এবং এ পথেই বার বার শহীদ হতে চেয়েছেন। সেই পথ পরিত্যাগ করে যারা গণতন্ত্রের পথ গহণ করেছেন এবং এ পথেই যুগ যুগ ধরে কাজ করে যাচ্ছেন। তারা নিজেরাও সুস্পষ্ট গোমরাহীতে লিপ্ত রেয়েছেন এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকেও গোমরাহীতে ঠেলে দিচ্ছেন।

৪। গণ-অভ্যুত্থানঃ অনেকে মনে করেন ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য গণ-অভ্যুত্থান শরীয়ত সম্মত। মিছিল-মিটিং করে, আইন অমান্য করে, গুলির মুখে অকাতরে প্রাণ বিসর্জন দিয়ে যে অভ্যুত্থান ঘটবে ইসলাম কায়েমের জন্য হবে পুরোপুরি উপযুক্ত।

জানিনা যারা খাঁটি ইসলামের পক্ষে এরূপ গণ-অভ্যুত্থানের আকাশ কুসুম কল্পনা করেন, মস্তিষ্কের দিক থেকে তারা কতটা সুস্থ রয়েছেন। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই যদি ইসলাম কায়েম সম্ভব না হয়, তবে গণ-অভ্যুত্থান পদ্ধতিতে কিভাবে ইসলাম কায়েম হবে?

স্বপ্ন দেখতে কেউ নিষেধ করতে পারে না, তবে জেগে উঠলে স্বপ্নের কোন দৃশ্যপটই আর বাস্তব থাকে না। গণ-অভুত্থান ঘটানোর স্বপ্নের ঘোর কেটে গেলে দেখতে পাবেন বাস্তবতা কত কঠিন কারণ প্রকৃত দ্বীন কায়েম করার জন্য ফাসেক-বিদা'তি ও মুনাফিক-মুরতাদরা কখন গণ-অভ্যুত্থান করতে পারে না। যে দ্বীন কায়েম হলে শিরক-বিদ্আ'ত, গান-বজনা, মদ-জুয়া, সুদ-ঘুষ, বেহায়াপনা-বেহেল্লাপনা, অশ্লীলতা-নগ্নতা, বিজ্ঞাপনের নামে নারী ভোগের নানা কৌশল ইত্যাদি সব বানচাল হয়ে যাবে। সেই দ্বীন কায়েমের জন্য তারা কখনো গণ-অভুত্থান করতে পারে না।

তবে কোন জাতীয় চেতনায় বা সাম্প্রদায়িক কর্তৃত্বের জন্য অথবা নিয়ম-শৃঙ্খলা ভাঙ্গার জন্য গণ-অভ্যুত্থান ঘটতে পারে। যেমন নাকি ইরানে শীয়ারা সুন্নীদের বিরুদ্ধে ঘটিয়েছিল। যার ফলে সেখানে সহীহ আমল আক্বীদা ধ্বংস হয়ে শীয়াঈ বাতিল আক্বীদার ভিত্তি মজবুত হয়েছে। তারা সকল উম্মাহাতুল মু'মিনীন ও তিন খলিফাসহ অধিকাংশ

সাহাবীদের কাফের আখ্যা দিয়েছে এবং কুরআনের পরিবর্তন সাধন, মুতা বিবাহ বৈধকরণ ইত্যাদি ইসলাম ধ্বংসকারী মতবাদ চালু করেছে।

তাছাড়া এরূপ কোন নিরস্ত্র গণ-অভ্যুত্থানের দ্বারা দ্বীন কায়েমের পক্ষে ইসলামে কোন দলীল নেই। শরীয়ত সম্মত ভাবে প্রশিক্ষণ না নিয়ে, যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত না হয়ে বিনা অস্ত্রে হৈ-হুল্লোড় করে গণ-অভ্যুত্থানের নির্দেশ আল্লাহ দেন নাই।

অভ্যুত্থান যদি করতেই হয় তাহলে একদল যুবকের আমল আকীদা পরিশুদ্ধ করে তাদের দ্বারা সশস্ত্র অভ্যুত্থান করতে হবে। যে ভাবে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) একদল সাহাবী তৈরী করে তাদের দ্বারা সশস্ত্র পন্থায় দ্বীন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আর এ পদ্ধতিকে কুরআনের ভাষায় 'কিত্বাল' বলা হয়। দেশের প্রতিটি শহর-বন্দর, অলিতে-গলিতে ও গ্রামে-গঞ্জে নির্ভীক মুজাহিদীন গ্রুপ তৈরী করতে হবে। যাদের কাছে থাকবে উপযোগী অস্ত্র ও প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ। তারা নিজেরা ইসলামের পূর্ণ অনুসারী হবে এবং সমাজ হতে ইসলাম ধ্বংসকারী মুরতাদকে খতম করে সমাজের দায়িত্বভার হাতে তুলে নেবে। এভাবে অসি ও পেশী শক্তির বলে বলিয়ান হয়ে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে সশস্ত্র জিহাদের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হাতে নিয়ে দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করবে। এই ঝুঁকিপূর্ণ কাজে হয়তো অধিক সংখ্যক ব্যক্তিদের পাওয়া যাবে না।

কারণ ইসলামের জন্য চিরদিন অল্প সংখ্যক লোকই নিবেদিত থাকে। ইসলামের প্রারম্ভিক যুগে যেমন অল্প সংখ্যকের কুরবানীর দ্বারা দ্বীন কায়েম হয়েছিল, শেষ যুগেও অল্প সংখ্যক ঈমানদারের আত্মত্যাগের দ্বারাই দ্বীন কায়েম হবে, ইনশাআল্লাহ। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বলেনঃ

بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيْبًا وَسَيَعُوْدُ كَمَا بَدَأَ غَرِيْبًا فَطُوْبَى لِلْغُرَبَهِ

"অল্প সংখ্যকের দ্বারাই ইসলামের সূচনা হয়েছিল। অল্প সংখ্যকের দ্বারাই আবার ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হবে। তাই সৌভাগ্য অল্প সংখ্যকদের জন্যই।"

(সহীহ মুসলিম, ২য় খণ্ড ৮৪ পৃঃ)

অতএব আমাদের মনে রাখতে হবে সশস্ত্র ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে জিহাদী কাফেলা তৈরী করা বাদ দিয়ে গণতন্ত্র, গণ-অভ্যুত্থানের মতো এসব পদ্ধতি দ্বারা ইসলাম কায়েমের জন্য আমরা যেন ব্যাস্ত হয়ে না যাই এবং কুরআনের দেখানো রাস্তা ছাড়া অন্য কোন চাকচিক্যময় পথের উজ্জলতায় যেন মোহগ্রস্থ হয়ে না পড়ি।

দ্বীন কায়েমের সঠিক আকীদা হচ্ছে কিত্বালঃ

বর্তমানে আমাদের সমাজে দ্বীন কায়েমের জন্য উপরে উল্লেখিত চার ধরনের আকীদার লোক দেখা যায়। কিন্তু কুরআন ও হাদীসে উক্ত আকীদা গুলোর স্বপক্ষে কোন দলীল প্রমান পাওয়া যায় না; বরং কুরআন ও হাদীসে এই দলীলই পাওয়া যায় যে, দ্বীন কায়েমের আকীদা হচ্ছে কিত্বালী পদ্ধতি। অতএব আমাদের আকীদা ও বিশ্বাস এটাই হওয়া উচিত যে, এই কিত্বালী পদ্ধতি ছাড়া অন্য কোন পদ্ধতিতে দ্বীন কায়েম সম্ভব নয়।

দ্বীন কায়েমের পদ্ধতি সর্ম্পকে আল্লাহ্ তাআলা এরশাদ করেনঃ

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلّه

"আর তাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদ করতে থাক, যতক্ষন না ফেতনার অবসান হয় এবং আল্লাহর দ্বীন পূর্ণ প্রতিষ্ঠা হয়।" *(সূরা আনফালঃ ৩৯)*

এ আয়াত নাজিল হওয়ার পর থেকে রাসূল (সাঃ) আর কোন সাধারণ দাওয়াত দেননি, দাওয়াতের সাথে তা অগ্রাহ্যকারীদের জন্য শস্তিমূলক ব্যাবস্থা (জিজিয়া প্রদান, সশস্ত্র মুকাবেলার পথ) গ্রহণ করেছিলেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নিজে অবিরাম সশস্ত্র জিহাদ করে আল্লাহর দ্বীন কায়েম করেছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত এ ভাবেই দ্বীন কায়েম হবে তার ভবিষ্যৎবাণী করেছেন।

لَنْ يَّبْرَحَ هٰذَا الدِّيْنُ قَائِمًا يُقَاتِلُ عَلَيْهِ عِصَابَةٌ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ حَتّٰى تَقُوْمَ السَّاعَةُ

''চিরকাল এ দ্বীন কায়েম থাকবে এবং তা কায়েমের জন্য মুসলমানদের মধ্যে ছোট একটি দল কিয়ামত পর্যন্ত সশস্ত্র জিহাদ করে যাবে।'' *(সহীহ মুসলিম)*

দ্বীন কায়েমের জন্য এই একটি মাত্র পদ্ধতি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সাঃ) বর্ণনা করেছেন। এছাড়া অন্য কোন পদ্ধতি গ্রহণযোগ্য নয়।

কিত্বালী পদ্ধতিতে দ্বীন কায়েমের জন্য আল্লাহ্ তাআলা তিন দফা কর্মসূচী গ্রহণ করতে বলেছেন। কর্মসূচী গুলো ন্মিরুপঃ

১ম দফাঃ تحريض উদ্বুদ্ধকরণ- কিত্বালের জন্য মুসলিম উম্মাহর মধ্যে অনুভূতি জাগ্রতকরণ এবং মুসলিমদেরকে এপথে উদ্বুদ্ধ করা।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্তাআলা বলেনঃ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ

"হে নবী, আপনি মুমিনুদরকে কিত্বালের জন্য উদ্বুদ্ধ করুন।"

(সূরা আনফালঃ ৬৫)

فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّهِ لاَ تُكَلَّفُ إِلاَّ نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ

"অতঃপর আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করতে থাকুন। আপনি নিজের সত্তা ব্যাতীত অন্য কারোর জিম্মাদার নন। আর আপনি মুমিনদেরকে (সশস্ত্র জিহাদে) উদ্বুদ্ধ করতে থাকুন।"

(সূরা নিসাঃ ৮৪)

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف).

"রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন জেনে রেখো, জান্নাত তরবারীর ছায়ার নীচে।

(সহীহ বুখারী ২য় খণ্ড ১৪০ পৃঃ)

২য় দফাঃ قوة শক্তি অর্জন ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ- কিত্বালের পূর্বশর্ত হিসেবে আল্লাহতাআলা প্রশিক্ষণকে ফরজ করেছেন।

وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللّهِ وَعَدُوَّكُمْ

"আর প্রস্তুত কর তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য যা কিছু সংগ্রহ করতে পার নিজের শক্তি সামর্থের মধ্য থেকে এবং পালিত ঘোড়া থেকে, যেন প্রভাব পড়ে আল্লাহর শত্রুদের উপর এবং তোমাদের শত্রুদের উপর।" *(সূরা আনফালঃ ৬০)*

وَلَوْ أَرَادُواْ الْخُرُوجَ لأَعَدُّواْ لَهُ عُدَّةً

"আর যদি তারা যুদ্ধে বের হওয়ার সংকল্প নিত তবে অবশ্যই কিছু সরঞ্জাম প্রস্তুত করত।" *(সূরা তাওবাহঃ ৪৬)*

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) প্রশিক্ষণবিহীন কিত্বালে ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশ দেন নাই। আরবগণ জাত যোদ্ধা হলেও রাসূলুল্লহ (সাঃ) তাদেরকে কিত্বালের জন্য বিশেষ ভাবে ট্রেনিং দিয়েছেন। খোলা বাজারে তীর চালানোর প্রতিযোগীতা এবং ঘোড়াদৌড় প্রশিক্ষণ করিয়েছেন।

اِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِيْ اُضْمِرَتْ مِنَ الْحَفْيِهِ وَ كَانَ اَمَدُهَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ

"রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতকৃত ঘোড়ার মাঝে প্রতিযোগীতা করিয়েছেন হাফিয়া নামক স্থান থেকে সানিয়াতুল বিদা পর্যন্ত"। *(সহীহ বুখারী)*

اِرْمُوْا بَنِيْ إِسْمَاعِيْلَ فَاِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا

"হে ইসমাইলের বংশধর! তীরন্দাজী কর (অর্থাৎ তীর চালানোর প্রশিক্ষণ গ্রহণ কর), তোমাদের পূর্ব পুরুষ ভালো তীন্দাজ ছিলেন।" *(সহীহ বুখারী)*

سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمْ اَرَضُوْنَ وَيَكْفِيْكُمُ اللّٰهُ فَلَا يَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَّلْهُوَ بِأَسْهُمِهِ

"আল্লাহ তোমাদের জন্য বহুদেশ বিজয় করে দিবেন এবং তিনি তোমাদের জন্য যথেষ্ঠ। অতএব তোমাদের মধ্যে যেন কেহ তীর খেলা তথা জিহাদী প্রশিক্ষণ নিতে অপারগতা প্রকাশ না করে।" *(সহীহ মুসলিম)*

একজন মুসলিমের জন্য বাজে খেলাধুলা প্রতিযোগীতা না করে বরং সশস্ত্র পশিক্ষণের প্রতিযোগীতা করা উচিত, যাতে করে সে বিদ্যায় পূর্ণ পারদর্শী হতে পারে এবং আল্লাহর শত্রুকে সহজেই পরাস্ত করে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দীন কায়েমে অগ্রণী ভূমিকা

রাখতে পারে। সাহাবীগণ মহানবী (সাঃ)-এর আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন। তাই তাদের নিকট প্রচুর পরিমানে অস্ত্র না থাকলেও প্রশিক্ষনের কোন কমতি ছিল না।

কাজেই আমাদেরকে অবশ্যই প্রশিক্ষণ নিতে হবে। প্রকাশ্যে প্রশিক্ষণ নিতে না পারলে আল্লাহর নির্দেশ পালনার্থে গোপনে হলেও প্রশিক্ষণ নিতে হবে। এদেশে গোপনে যতটুকু সম্ভব তাতো নিতেই হবে, এজন্য বিদেশ গিয়ে প্রশিক্ষণ নেয়ার প্রয়োজন হয়, তাও যেতে হবে। অতএব প্রশিক্ষণ ও প্রস্তুতি নিয়ে সুপরিকল্পিত ভাবে কিত্বালে নামতে হবে।

৩য় দফাঃ قتال فى سبيل الله সশস্ত্র জিহাদের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়া-

এ ব্যাপারে আল্লাহ্তাআলা বলেনঃ

فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالآخِرَةِ

"যারা আখিরাতের বিনিময়ে দুনিয়ার জীবনকে বিক্রি করে দিয়েছে, আল্লাহর রাহে তাদের সশস্ত্র জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়া কর্তব্য।" *(সূরা নিসাঃ ৭৪)*

انْفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَالاً وَجَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

"তোমরা বের হয়ে পড় স্বল্প বা প্রচুর সরঞ্জামের সাথে এবং জিহাদ কর আল্লাহর পথে নিজেদের মাল ও জান দিয়ে; এটি তোমাদের জন্য অতি উত্তম, যদি তোমরা বুঝতে পার।"

(সূরা তাওবাঃ ৪১)

وَقَاتِلُواْ الْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَآفَّةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

"আর মুশরিকদের বিরুদ্ধে তোমরা সকলে মিলে কিত্বাল কর সর্বাবস্থায়, আর মনে রাখো আল্লাহ্ মুত্তাকীদের সাথে রয়েছেন।" *(সূরা তাওবাঃ ৩৬)*

আল্লাহ তাঁর স্বল্প সংখ্যক বান্দাকে সশস্ত্র জিহাদের মাধ্যমে অধিক সংখ্যকের উপর বিজয়ী করেন।

كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللّهِ

"সামান্য দলই বিরাট দলের মুকাবেলায় জয়ী হয়েছে আল্লাহর হুকুমে।"
(সূরা বাকারাহঃ ২৪৯)

بَلَى إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَـذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلافٍ مِّنَ الْمَلآئِكَةِ مُسَوِّمِينَ

"নিশ্চয়ই তোমরা যদি ধৈর্যধারণ কর এবং আল্লাহকে ভয় কর তবে যে মুহূর্তে শত্রুগণ তোমাদের উপর চড়াও হবে ঠিক সেই মূহুর্তে তোমাদের রব পাঁচ হাজার চিহ্নিত ফেরেস্তা দ্বারা তোমাদের সাহায্য করবেন।" *(সূরা ইমরানঃ ১২৫)*

কিত্বাল কি সমূলে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পথ?

কতিপয় লোকের ধারণা কিত্বাল বা সশস্ত্র জিহাদে নামলে ইসলামী আন্দোলনের ধারা স্তব্ধ হয়ে যাবে। তাদের বক্তব্য হলো, এ পদ্ধতি অবলম্বন করা মানেই দলবলসহ সমূলে ধ্বংস হয়ে যাওয়া এবং তারা একথাও বলে যে, আমরা কি আর আল্লাহ রাসূল (সাঃ) ও তাঁর সাহাবীদের মতো মজবুত ঈমানদার হতে পেরেছি, যার ফলে সশস্ত্র জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারি?

যারা এরূপ কথাবার্তা বলেন তাদের ইসলামী জ্ঞানের প্রতি করুনা হয়। তারা এটুকুও বুঝেন না যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে যে নির্দেশ আসে তা পালন করার উপর ফরজ হয়ে যায়।

আল্লাহর বিধানকে রাসূল (সাঃ) ও তাঁর সাহাবীগণ যে নিয়ম ও পদ্ধতিতে পালন করেছেন, সেই নিয়ম ও পদ্ধতি পালন না করে কেহ মুক্তি পেতে পারে না।

মহানবী (সাঃ)-কে জিজ্ঞেসা করা হয়েছিল ইয়া রাসূলুল্লাহ সোঃ)! মুক্তি প্রপ্ত দল কোনটি?

তদুত্তরে তিনি বললেনঃ مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَأَصْحَابِيْ

"আমি ও আমার সাহাবীরা যে নীতি ও আর্দশের উপর আছি, এর উপর যারা থাকবে তারাই মুক্তিপ্রাপ্ত দল।" *(তিরমিযী, আবুদাউদ)*

অতএব আল্লাহর রাসূল (সাঃ) ও সাহাবীগণ যে ভাবে দ্বীন কায়েমের জন্য সশস্ত্র জিহাদ করেছেন ঠিক অনুরুপভাবে আখেরাতের মুক্তিকামীদেরকে জীবন বিসর্জন দিয়ে হলেও সশস্ত্র জিহাদ করতেই হবে।

অথচ তারা বলে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও সাহাবীদের মতো পরহেজগার না হয়ে কিত্বালের পথ গ্রহণ করা যাবে না। কিন্তু নামাজ, রোজা ও অন্য আমলের ক্ষেত্রে তারা এই অজুহাত দেখায় না যে, নবী ও সাহাবীদের মতো পরহেজগার না হয়ে নামাজ রোজা শুরু করা যাবে না।

লক্ষণীয় বিষয় ঐ যে আল্লাহ্তাআলা রোজা তথা সিয়াম সাধনাকে যে ভাষায় যে শব্দ দ্বারা ফরয করেছেন, কিত্বাল বা সশস্ত্র জিহাদকে ও ঠিক সেই ভাষায় ও সেই শব্দ দ্বারাই ফরজ করেছেন।

রোজা ফরজ হওয়া সর্ম্পকে আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ

"তোমাদের উপর রোজা ফরজ করা হয়েছে।" *(সূরা বাকারাহঃ ১৮৩)*

ঠিক তেমনি ভাবে সশস্ত্র জিহাদ ফরজ হওয়ার ব্যাপারেও তিনি বলেনঃ

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ "তোমাদের উপর সশস্ত্র জিহাদ ফরজ করা হয়েছে।"

(সূরা বাকারাহঃ ২১৬)

যারা এই সমস্ত অজুহাত দেখায় তারা নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি ফরজ আদায়ের ক্ষেত্রে আল্লাহ প্রদত্ত পদ্ধতি গ্রহণ করে কিন্তু দ্বীন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আল্লাহ প্রদত্ত্ব সশস্ত্র জিহাদের পদ্ধতি গ্রহণ করে না; বরং উল্টো টালবাহানা শুরু করে এবং বলে বেড়ায় যে, এ পথে গেলে দলবলসহ ধ্বংস হয়ে যাবে। ধ্বংস হয়ে গেলে আল্লাহর দ্বীনের কাজ কে করবে? দ্বীনি আন্দোলনতো স্তব্ধ হয়ে যাবে!

আসলে এসবই মনের দূবর্লতা যা তাদের অন্তরে ভীতির সৃষ্টি করেছে। এ জন্য তারা বলে, সশস্ত্র জিহাদের পথে পা বাড়ানো মানেই দলবল সমূলে মূলোতপাটিত হয়ে যাওয়া। এরূপ সংশয় সৃষ্টিকারীগণ রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সেই হাদীস সর্ম্পকেও বেখবর আছেন।

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَاِنَّ رَبِّيْ قَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنِّيْ إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً فَإِنَّهُ لَا يُرَدُّ وَإِنِّي أَعْطَيْتُكَ لِأُمَّتِكَ أَنْ لَا أُهْلِكَهُمْ بِسَنَةٍ عَامَّةٍ وَاَنْ لاَّ أُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ يَسْتَبِيْحُ بَيْضَتَهُمْ وَلَوِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بِأَقْطَارِهَا

"সাওবান (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন- আমার রব আমাকে বলেছেন হে মুহাম্মদ! আমি যখন কোন ফায়সালা করি তখন তা আর পরিবর্তন হয় না। আমি আপনার উম্মতকে এই বিশেষত্ব দান করলাম যে, ব্যাপক দূর্ভিক্ষ দিয়ে তাদের সকলকে ধ্বংস করে দেব না, এবং তাদের বহিঃশত্রুরা এসে যদি তাদের মূলোৎপাটিত করে দিতে চায়, তবে আমি তা করতে দেব না। এজন্য পৃথিবীর সকল প্রান্ত হতে ইসলামের শত্রু এসে একত্রিত হয়ে আপনার উম্মতকে সমূলে ধ্বংস করতে চাইলেও তা করতে পারবে না।"

(সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ফিতানঃ ৩৯০ পৃঃ)

উপরোক্ত হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, একটি জাম'আত কিত্বাল করতে গিয়ে সবাই শহীদ হয়ে গেলেও গোটা উম্মত ধ্বংস হচ্ছে না। তা হলে আন্দোলন স্তব্ধ হয়ে যাবে এরূপ গায়েবী এলে্ম বর্ণনা করা একজন মুসলমানের জন্য কতটুকু সংগত হবে? কোন একটি বিশেষ দল কি আল্লাহর নিকট থেকে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ইজরা নিয়েছে যে তাদেরকে বেঁচে থেকেই এ আন্দোলন মূল টার্গেটে পোঁছে দিতে হবে?

তারা কি এই বিশ্বাসই পোষণ করে যে, আল্লাহর অনুগ্রহ ছাড়াই নিজ ক্ষমতায় কোন কাজের সফলতা লাভ করা যায়? যদি তা না পারা যায় তবে কেন বেঁচে থেকে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা করে? তবে কি সশস্ত্র জিহাদের পথ বেছে নিলেই সমূলে শেষ হয়ে যাবে আর সশস্ত্র জিহাদ না করলেই বেঁচে থাকবে? আসলে শয়তান এ সকল সংশয় মানুষের অন্তরে সৃষ্টি করে দেয়, আর মানুষ বাহানা হিসাবে উপস্থাপন করে মাত্র, যার কোন প্রমান্য ভিত্তি নেই।

সমূলে ধ্বংস হওয়া না হওয়া আল্লাহর হাতে। তাকদীরে যারা বিশ্বাসী তারা কখনই এরূপ কথা বলতে পারে না। এরূপ কথা বলেছিল বনী ইসরাইল জাতি। মুসা (আঃ)-এর উম্মত বনী ইসরাইলের উপর যখন কিত্বাল ফরজ করা হয়েছিল কথন বনী ইসরাইলরাও বলেছিল, আমরা দ্বীন কায়েমের জন্য এই অবস্থাতে কিত্বালে নামলে সমূলে ধ্বংস হয়ে যাব। কেননা আমাদের প্রতিপক্ষ বিশাল আকারের এবং অসীম শক্তির অধিকারী। তাই তাদের বিরুদ্ধে কিত্বাল করে আমাদের এই ইসলামী আন্দোলনের ধারাকে স্তব্ধ করে দিতে পারি না। তারা তখন মুসা (আঃ)-কে বলেছিল, এরূপ বোকামী আপনি করতে চাইলে করুন কিন্তু আমরা তা করতে পারবনা।

فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ

"অতএব আপনি আর আপনার প্রতিপালক যান এবং তাদের বিরুদ্ধে কিত্বাল করুন, আমরা এখানেই বসে থাকব।" *(সূরা মায়েদাহঃ ২৪)*

বনী ইসরাইল জাতি এরুপ কথা বলে আল্লাহর গজবে পতিত হয়েছিল। কিত্বাল না করার অপরাধে চল্লিস বৎসর গজব মাথায় নিয়ে তারা পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছিল।

রাসূল (সাঃ)-এর মুনাফিক-বেঈমানরা একথা বলত। আল-কুরআনে আল্লহ তাদেরকে কাফের অ্যাখ্যা দিয়েছেন এবং মুমিনদের নসিহত করেছেন যে, তাদের মত মন্তব্য করে তোমরাও কাফের হয়ো না।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَقَالُواْ لإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُواْ فِي الأَرْضِ أَوْ كَانُواْ غُزًّى لَّوْ كَانُواْ عِندَنَا مَا مَاتُواْ وَمَا قُتِلُواْ لِيَجْعَلَ اللّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللّهُ يُحْيِـي وَيُمِيتُ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (١٥٦) وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ (١٥٧)

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা তাদের মত হয়ো না যারা কাফের হয়েছে, নিজেদের ভাই বন্ধুরা যখন ভূ-পৃষ্ঠের কোথাও কোন অভিযানে বর হয় কিংবা জিহাদে যায় তখন তাদরে সর্ম্পকে বলে, তারা যদি আমাদের সাথে থাকত তবে অভিযানেও মরত না এবং জিহাদেও নিহত হত না। কেন না আল্লাহ তাদের অন্তরে এরূপ বিশ্বাস দ্বারা (সমস্ত জীবনে) অনুতাপ সৃষ্টি করতে পারেন। অথচ আল্লাহই জীবনদান করেন এবং মৃত্যু দেন। তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ সব কিছুই দেখেন। আর তোমরা যদি আল্লাহর পথে নিহত হও কিংবা মৃত্যু বরণ কর তোমরা যা কিছু সংগ্রহ করে থাক, আল্লাহতাআলার ক্ষমা ও করুণা সেসব কিছুর চেয়ে উত্তম।

(সূরা ইমরানঃ ১৫৬, ১৫৭)

দ্বীন কায়েমের জন্য সশস্ত্র জিহাদের পথ গ্রহণ করলে কেহ বলে কেন এ ভয়ংকর পথ গ্রহণ করেছ। এত তোমাদের জেল-জুলুম, নির্যাতন এমন কি মৃত্যুও হতে পারে। যারা ঈমানদারকে এরূপ ভীতি প্রদর্শন করে তাদেরকে লক্ষ্য করে আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا قُلْ فَادْرَؤُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ

"ওরা হল সেই সব লোক যারা (ঘরে) বসে থেকে নিজেদের ভাইদের সমন্ধে বলে, যদি তারা আমাদের অনুসরণ করত তবে নিহত হত না। তাদেরকে বলে দিন এবার তোমাদরে নিজেদের উপর মৃত্যুকে সরিয়ে দাও যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো।"

(সূরা ইমরানঃ ১৬৮)

এ যুগে কিত্বালের পদ্ধতি কি উপযোগী ?

অনেকের ধারণা এযুগে কিত্বালের পদ্ধতি উপযোগী নয়। বর্তমান প্রেক্ষাপট আমাদের ভৌগোলিক অবস্থান এমন নয় যে, দ্বীন কায়েমের জন্য এদেশে কিত্বালের পদ্ধতি গ্রহণ করা যেতে পারে।

এসকল সংশয় সৃষ্টি করে একটু ভেবে দেখা দরকার যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন কিত্বাল শুরু করেন, তখন তার দেশেও চতুর্দিকেও শত্রু পরিবেষ্টিত ছিল। কোন দিকে পালানোর পথ ছিল না বা কারোর পক্ষ থেকে সাহায্য প্রাপ্তির কোন আশাও ছিল না। একমাত্র আল্লাহর সাহায্য ছাড়া।

দ্বীন কায়েমের জন্য আল্লাহ্‌পাক কিত্বালকে ফরজ করেছেন এবং কিত্বালের আয়াত নাজিল হওয়ার পর অন্য কোন আয়াত দ্বারা এই আদেশ মানসুখও হয়নি, এমতাবস্থায় কোন দলীলের ভিত্তিতে তারা এমন কথা বলতে পারেন, কিত্বাল এ যুগের জন্য উপযোগী নয়?

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কিত্বালের আয়াতের প্রতি আমল করে নিজে ২৭টি যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত এ কিত্বালী পদ্ধতিতে দ্বীন কায়েম করতে হবে এ মর্মে নির্দেশও দিয়েছেন।

এ সব আয়াত ও হাদীসকে কোন যুগের বা কোন ভূ-খণ্ডের বা কোন পরিবেশ পরিস্থিতির অজুহাত দেখিয়ে বাতিল করে দেওয়া যাবে না অথবা এর পরিবর্তে এমন কোন আয়াত বা হাদীসও নেই যে, কখনো কোন পরিবেশ-পরিস্থিতি, ভৌগোলিক অবস্থান উপযোগী হলে কিত্বাল ব্যাতিরেকে অন্য কোন পন্থা গ্রহণ করা যাবে। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর ওফাতের পর প্রায় সাড়ে তেরোশত বৎসর পর্যন্ত দ্বীন কায়েমের জন্য কিত্বালী পদ্ধতি ছাড়া অন্য কোন পদ্ধতি গ্রহণ করেন নাই। উক্ত সময়ের মধ্যে এ মর্মে কেউ কোন ফতোয়া দেন নাই যে. কিত্বাল ছাড়া অন্য কোন পদ্ধতিতে দ্বীন কায়েমের চেষ্টা করা জায়েয। বর্তমানে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দ্বীন কায়েমের যে প্রক্রিয়া দেখা যাচ্ছে তা আজ থেকে মাত্র ষাট/সত্তর বছর পূর্বে ইংরেজ শাসনামালে তাদেরই চক্রান্তে এ পদ্ধতির সূচনা ঘটে।

অতএব যারা দ্বীন কায়েমের জন্য আল্লাহর বিধান ও রাসূল (সাঃ)-এর আদর্শ সশস্ত্র জিহাদের পদ্ধতিকে বর্তমান যুগে উপযোগী মনে করে না এবং এ পদ্ধতিকে সঠিক জেনেও তা গ্রহণ করতে অপারগ এরুপ ভীরু প্রকৃতির লোকেদের দ্বীন কায়েমের ময়দানে আসা উচিত নয়।

বুখারা সমরকন্দে মুসলমানদেরকে যখন রাশিয়ান কমিউনিজমের লাল ফৌজ যমদূতের ন্যায় গ্রাস করতে আসে, তখন সে দেশের আলেম-ওলামাগণ সশস্ত্র জিহাদের দ্বারা তাদেরকে প্রতিহত না করে মসজিদ-মাদ্রাসাতে জালালী খতম পড়ে আল্লাহর দ্বীন হেফাজতের জন্য দোয়া করতে লাগল। তাদের অস্ত্র নাই প্রশিক্ষণ নাই এমতাবস্থায় সশস্ত্র জিহাদ করে টিকে থাকতে পারেব কি পারবেনা এই ভাবতে ভাবতে মুসলমানদেরই

বংশোদ্ভূত কার্লমার্কস লেলিনের শিষ্যরা সমাজতান্ত্রিক প্রগতিশীল চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ঝড়ের গতিতে আক্রমন করে যুগ যুগ ধরে চলে আসা ইসলামী হুকমতকে তছনছ করে দিয়ে মসজিদ-মাদ্রাসা ধ্বংস করে, ইমাম বুখারীর ঐতিহ্যবাহী মুসলিম দেশ বুখারা সমরকন্দে কমিউনিষ্টদের এক বিশাল সাম্রাজ্য কায়েম করে। এ থেকে আমাদের শিক্ষা নেওয়া উচিত মুসলমানদের অস্ত্র ও প্রশিক্ষণ না থাকলে অবস্থা কি হয়।

আসলে যারা এরূপ কিত্বালের উপযোগীতা নিয়ে পরিবেশ ও ভৌগোলিক প্রতিকূলতার প্রশ্ন উঠান তারা পানিতে না নেমেই মাছ ধরতে চান। যদি তারা সংশয় ঝেড়ে ফেলে কিত্বালের দিকে এগিয়ে আসতেন তবে পদে পদে আল্লাহর রহমত তাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছে। বস্তুতঃ কিত্বাল বিমুখ লোকেরা চির দিনই কিত্বালকে অসম্ভব মনে করেছে এবং আল্লাহর কাছে কামনা করেছে যে, হে আল্লাহ এই প্রতিকূল পরিবেশ পরিস্থিতিতে কেন আমাদের উপর কিত্বালকে ফরজ করলে? কিত্বালকে বিলম্বিত করে দ্বীন কায়েমের জন্য অন্তর্বর্তীকালীন উপযোগী অন্য কোন পন্থা যদি আমাদের দিতে।

رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ

"হে আমাদের পালনকর্তা এই অবস্থায় কেন আমাদের উপর কিত্বাল (সশস্ত্র জিহাদ) ফরজ করলে। আমাদেরকে কেন আর কিছুকাল অবকাশ দিলেন না!"

(সূরা নিসাঃ ৭৭)

পরিস্থিতি যতই ভয়াবহ হোক না কেন, অবস্থা যতই প্রতিকূল থাকুক না কেন, ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে মৃত্যুর ভয়ে কিত্বাল পরিত্যাগ করে অন্য কোন পন্থা গ্রহণ করলে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে না। আল্লাহতাআলা বলেনঃ

أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ

"তোমরা যেখানেই থাকনা কেন, মৃতু তোমাদের পাকড়াও করবেই। যদিও তোমরা সুদৃঢ় দূর্গের ভিতরে অবস্থান কর।" *(সূরা নিসাঃ ৭৮)*

মৃত্যু যেহেতু একদিন আসবেই তাহলে কিত্বাল করতে গিয়ে তথা আল্লাহ তাআলার হুকুম পালন করতে গিয়ে আমরা সবাই যদি শহীদ হয়ে যাই তাতে ক্ষতি কি? বরং এতো চরম সৌভাগ্য। আল্লাহতাআলা বলেছেনঃ

وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

"আর যারা আল্লাহর পথে সশস্ত্র জিহাদ করবে অতঃপর চাই নিহত হোক বা বিজয় লাভ করুক উভয় অবস্থাতেই আমি তাদরে মহাপুরস্কারে বিভূষিত করব।"

(সূরা নিসাঃ ৭৪)

ভোট যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করলে কিত্বালের ফরজিয়াত কি আদায় হয়ে যায়?

কিছু লোক ভাবছে আল্লাহতাআলার মনোনীত দ্বীন ইসলাম-কে কায়েমের জন্য ভোট যুদ্ধের মতো একটি নিরাপদ ও রক্তপাতহীন যুদ্ধে অংশ নিলে জিহাদ তথা কিত্বালের ফরজিয়াত আদায় হয়ে যাবে। এ ফরজিয়াত আদায়ের মাধ্যমেই ক্রমান্বয়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষমাতা দ্বীন সুপ্রতিষ্ঠিত হবে। তাই কুরআন মাজীদে উল্লেখিত সশস্ত্র জিহাদের প্রশিক্ষণ নেওয়ার প্রয়োজন নাই এবং সশস্ত্র জিহাদ করারও প্রয়োজন নাই। মহানবী (সাঃ) বাস্তব জীবনে দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য যে সশস্ত্র জিহাদ করেছেন ও প্রশিক্ষণ নিয়েছেন, এই আধূনিক যুগে এসব অচল; বরং যুদ্ধের বাস্তবতায় ভোট যুদ্ধ তথা গণতান্ত্রিক নির্বাচনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দ্বীন কায়েমের চেষ্টা করাই অধিক যুক্তিযুক্ত।

উপরোক্ত যুক্তিগুলো একবারেই অবান্তর। বস্তুতঃ মুসলমানদের জন্য কেবল কুরআন-হাদীসই সকল যুগের জন্য সমান ভাবে প্রযোজ্য। তাই মানব চিন্তার সীমিত পরিধিতে কাল্পনিক রুপরেখাকে যুগের বাস্তবতা বলে আখ্যা দেওয়া যায় না।

লক্ষ্যনীয় বিষয় হল কুরআন-হাদীসে আল্লাহ ও রাসূল (সাঃ)-এর পক্ষ থেকে দ্বীন কায়েমের জন্য যে সশস্ত্র জিহাদের নমুনা ও উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে তা তথাকথিত পাশ্চাত্য শিক্ষার পদলেহী পন্ডিতদের ব্যাখ্যা করা ব্যালেটযুদ্ধে বা ভোটযুদ্ধের সম্পূর্ণ বিপরীত। এমতাবস্থায় কুরআন-হাদীসে উল্লেখিত সশস্ত্র জিহাদকে পরিত্যাগ করে ভোট যুদ্ধে অংশ নিলে কোনক্রমেই কিত্বালের ফরজিয়াত আদায় হবে না।

কালেমা পড়া মুসলমানদের বিরুদ্ধে কিত্বালঃ

আজ কিত্বালের কথা বললেই প্রশ্ন উঠে, সমাজে সবাই তো কালেমা পড়া মুসলমান কার বিরুদ্ধে কিত্বাল করব? এ ধরনের সংশয়মূলক কথাবার্তা তুলে ধরে বুঝাতে চান যে, মুনাফিক-মুরতাদ এসব শুধু নাবী-রাসূল (আঃ) গণের যুগে ছিল, এযুগে সবাই কালেমায় বিশ্বাসী পাক্কা মুসলমান, তাই এদর বিরুদ্ধে কিত্বাল করা জায়েয হবে না।

আমাদের সকলেরই জানা আছে যে, কাফেরদের মধ্য হতে ফাসেক, মুনাফিক ও মুরতাদ তৈরী হয় না; বরং কালিমা পড়া মুসলমানদের মধ্য হতেই এসব তৈরী হয়।

অতএব মুসলিম আকীদার মানদণ্ডে প্রথমে মুমিন, ফাসিক, মুনাফিক ও মুরতাদ এদের সকলের সঠিক পরিচয় জানা দরকার। নিম্নে সংক্ষেপে এদের পরিচয় তুলে ধরা হলোঃ

মুমিনঃ যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর উপর নাজিলকৃত সমুদয় অহী (অহীতে মাতলুঃ কুরআনের প্রতেক আয়াত এবং অহীয়ে গায়েব মাতলুঃ প্রমাণিত প্রত্যেক সহীহ হাদীস)-কে সত্য জেনে অন্তরে বিশ্বাস করে সেই অনুযায়ী সুন্নতী তারীকায় আমল করে,

আর এসবের মৌখিক স্বীকারোক্তি দেয় এবং নিফাক ও ইরতিদাদে লিপ্ত থাকে না, তাকে মুমিন বলে।

ফাসিকঃ ঐ মুসলিমকে ফাসিক বলা হয়, যে কাবিরা গুনাহে লিপ্ত হয় অথবা শরীয়তের সীমা লঙ্ঘন করে এবং যতক্ষণ না সে অনুতপ্ত হয়ে অথবা তওবা করে ইসলামের বিধানের দিকে ফিরে আসে।

মুনাফিকঃ ঐ মুসলিম নামধারীকে মুনাফিক বলা হয়, যে প্রকাশ্যে ইসলামের কাজ করে কিন্তু গোপন শরীয়তের আদেশ বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এবং নিষেধ কাজের প্রসার ঘটায়। তাদেরকে সশস্ত্র জিহাদের প্রতি আহ্বান করলে টালবাহানা শুরু করে।

মুরতাদঃ যারা ঈমান আনার পর শরীয়ত বিধ্বংসী কাজগুলো প্রকাশ্যে করে বা ইসলামী বিধান ছাড়া অন্য বিধান প্রতিষ্ঠা করে তাদেরকে মুরতাদ বলা হয়। কুরআন-সুন্নাহ বাদ দিয়ে জাহেলী মতবাদ অর্থাৎ সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ইত্যাদি মতবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য যারা মানুষকে আহ্বান জানায় তারাও মুরতাদ।

এযুগে দেখা যাচ্ছে নামধারী অনেক মুসলিমই মুরতাদের দলভুক্ত, এদেরকে মুনাফিক আখ্যা দিয়ে ছেড়ে দেওয়া যায় না, কারণ বর্তমানের মুনাফিকরা শরীয়তের বিধ্বংসী কাজগুলি শুধু গোপনে করে না; বরং তা প্রকাশ্যে করে, অতএব শরীয়ত বিধ্বংসী কাজগুলি প্রকাশ্যে করার কারণে মুনাফিকের পর্যায় অতিক্রম করে তারা মুরতাদে পরিণত হয়েছে।

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ: اِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ الْيَوْمَ شَرٌّ مِّنْهُمْ عَلٰى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوْا يَوْمَئِذٍ يُسِرُّوْنَ وَالْيَوْمَ يَجْهَرُوْنَ فَاِنَّمَا هُوَ الْكُفْرُ بَعْدَ الاِيْمَانِ

"হুজাইফা বিন আল ইয়ামান (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, বর্তমানের মুনাফিকরা নবী (সাঃ)-এর সময়ের মুনাফিক হতেও জঘন্য, সে সময়ের মুনাফিকরা শরীয়ত বিধ্বংসী তাদের নেফাকী কাজগুলো গোপনে করত, কিন্তু বর্তমানের মুনাফিকরা শরীয়ত বিধ্বংসী তাদের নেফাকী কাজগুলো প্রকাশ্যে করছে। এতে ঈমান আনার পর কুফরী করা হচ্ছে।"

(সহীহ বুখারী)

ঈমান আনার পরে যারা কুফরী করে তারা মুরতাদ। কোন কোন মুরতাদদেরকে তওবা করার সুযোগ দিতে হয়, আবার বিশেষ ক্ষেত্রে তাদেরকে তওবা করার সুযোগ না দিয়ে সরাসরি হত্যা করতে হয়। অতএব কালেমা পড়ার পর মৃত্যু পর্যন্ত সবাই ঈমানের উপর দৃঢ় থাকে না। কেহ তার কর্মকান্ড দ্বারা মুশরিক হয়, কেউ মুনাফিক আবার কেউ মুরতাদ হয়। যারা আল্লাহদ্রোহী কাজকর্মের দরুন মুরতাদে পরিণত হওয়ার পরও নিজেদেরকে মুসলিম ধারণা করে নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি নেক আমল

করতে থাকে এমতাবস্থায় তাদের আদায়কৃত এই সকল ইবাদত দুনিয়া ও আখিরাতে কোনই কাজে আসবে না; বরং তারা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। যেখান থেকে তারা আর কোনদিনই পরিত্রাণ পাবে না।

وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَـئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

"তোমাদের মধ্যে যারা দ্বীন থেকে ফিরে যাবে তারা কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে। দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের যাবতীয় আমল বিনষ্ট হবে। আর তারাই হল দোজখবাসী। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।" *(সূরা বাক্বারাহঃ ২১৭)*

এবার মুনাফিক সর্ম্পকে জানা যাক; দেখা যাচ্ছে মুসলিম সমাজে ঈমানদারও মুনাফিক উভয়ই একই সাথে বসবাস করে। মুনাফিকরা ঈমানদারদের সাথে একই কাতারে দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করে, রমজান মাসে রোজা রাখে, এমনকি একই সাথে হজ্জও করে। এতে করে তাদের মাঝে কোন পার্থক্য করা যায় না। অতএব কে ঈমানদার এর কে মুনাফিক তা জানার জন্য আল্লাহতাআলা যুগে যুগে সশস্ত্র জিহাদের অবতারণা করেন। এতে মুমিনদের উপরে যে দুঃখ কষ্ট আপতিত হয়, তা আল্লাহতাআলার হুকুমেই হয়ে থাকে।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহতাআলা বলেনঃ

وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ ۙ وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُواْ

"আর যে দু'দল সৈন্যের মোকাবেলা হয়েছে, সেদিন তোমাদের উপর যা আপতিত হয়েছে তা এজন্যই যে, তাতে ঈমানদারকে জানা যায় এবং মুনাফিকদেরকে সনাক্ত করা যায়।" *(সূরা আল ইমরানঃ ১৬৬, ১৬৭)*

দ্বীন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে মুসলমানদেরকে যখন সশস্ত্র জিহাদের জন্য আহ্বান করা হয়, তখনই বোঝা যায়, কে ঈমাদার আর কে মুনাফিক। যারা এ ডাকে সাড়া দিয়ে সশস্ত্র জিহাদে অংশ গ্রহণ করবে তারাই হল ঈমানদার। আর যারা টালবাহানা করবে এবং বিভিন্ন অজুহাতে দেখিয়ে সশস্ত্র জিহাদ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে তারাই মুনাফিক।

وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ قَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَوِ ادْفَعُواْ قَالُواْ لَوْ نَعْلَمُ قِتَالاً لاَّتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ

"তাদেরকে বলা হলো, এসো আল্লাহর রাস্তায় সশস্ত্র জিহাদ কর কিংবা শত্রুদেরকে প্রতিহত কর। তারা বলেছিল, আমরা যদি জানতাম যে যুদ্ধ হবে তবে অবশ্যই তোমাদের সাথে থাকতাম। সেদিন তারা ঈমানের তুলনায় কুফরীর অধিক নিকটবর্তী ছিল। তারা

মুখে যা বলে তাদের অন্তরে তা নেই। বস্তুতঃ আল্লাহ্ ভাল ভাবেই জানেন তারা যা কিছু গোপন করে থাকে।”

(সূরা আল ইমরানঃ ১৬৭)

الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّن بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُواْ اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ(٦٧) وَعَدَ اللهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ (٦٨)

“মুনাফিক নর-নারী একে অপরকে শরীয়তের নিষেধ কাজগুলি করার নির্দেশ দেয় ও শরীয়তের আদেশগুলির প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এবং নিজ মুঠো বন্ধ রাখে, তারা আল্লাহকে ভুলে গেছে। কাজেই তিনিও তাদের ভুলে গেছেন। নিঃসন্দেহে মুনাফিকরাই নাফরমান। আল্লাহ্ ওয়াদা করেছেন মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী এবং কাফেরদের জন্য রয়েছে দোজখের আগুন। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে, সেটাই তাদের জন্য যথেষ্ঠ। আল্লাহ্ তাদের প্রতি অভিসম্পাত করেছেন এবং তাদের জন্য রয়েছে চিরস্থায়ী আযাব।”

(সূরা তাওবাঃ ৬৭, ৬৮)

لَئِن لَّمْ يَنتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا(٦٠) مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا(٦١)

“মুনাফিকরা এবং যাদের অন্তরে রোগ আছে এবং মদীনায় গুজব রটনাকারীরা যদি বিরত না হয়, তবে আমি অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে আপনাকে উত্তেজিত করব। অতঃপর এই শহরে আপনার প্রতিবেশী অল্পই থাকবে। অভিশপ্ত অবস্থায় তাদেরকে যেখানে পাওয়া যাবে ধরা হবে এব্ং হত্যা করা হবে।” *(সূরা আহ্যাবঃ ৬০, ৬১)*

“আলোচ্য আয়াতে মুনাফিকদের দ্বিবিধ দুষ্কর্ম উল্লেখ করার পর তা থেকে বিরত না হলে এই শাস্তির বর্ণনা করা হয়েছে যে, ওরা যেখানেই থাকবে অভিসম্পাত ও লাঞ্ছনা ওদের সম্পদ হবে এবং যেখানেই পাওয়া যাবে গ্রেফতার করে তাদেরকে হত্যা করা হবে। এটা সাধারণ কাফেরদের শস্তি নয়। উক্ত আয়াতে তাদেরকে সর্বাবস্তায় বন্দী ও হত্যার আদেশ শোনানো হয়েছে এই কারণে যে, ব্যাপারটি ছিল মুনাফিকদের। তারা নিজেদেরকে মুসলমান বলত। কোন মুসলমান ইসলামের বিধানবলীর প্রকাশ্য বিরোধীতা করলে শরীয়তের পরিভাষায় তাকে মুরতাদ্ বলা হয়। এর সাথে কোন আপোষ নেই। তবে সে তওবা করে মুসলমান হয়ে গেলে ভিন্ন কথা। নতুবা তাকে হত্যা করা হবে। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সুস্পষ্ট উক্তি এবং সাহাবায়ে কেরামের কর্ম পরম্পরা দ্বারা এটাই প্রমাণিত।”

(তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন - ১০৯৭ পৃঃ)

আর যারা লোকেদেরকে জাহেলী মতবাদের দিকে আহ্বান করে তারা 'মুরতাদ' যদিও তারা নামাজ পড়ে, রোজা রাখে। রাসূল (সাঃ) বলেনঃ

مَنْ دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ مِنْ جُثَى جَهَنَّمَ وَ اِنْ صَامَ وَ صَلَّى وَ زَعَمَ اَنَّهُ مُسْلِمٌ

"যে ব্যক্তি জাহেলী মতবাদের দিকে লোকেদেরকে আহ্বান জানায় সে জাহান্নামী; যদিও সে রোজা রাখে, নামাজ পড়ে এবং নিজেকে মুসলিম বলে দাবী করে।"

(মুসনাদে আহমদ, তিরমিজি)

নাস্তিক, মুরতাদ, মুশরিক, ধর্মহীন, সমাজবাদী, নিরশ্বরবাদী ও জাহেলী মতবাদের দিকে আহ্বানকারী সকল প্রকার কাফেররা এ সমাজে মুসলমান হিসাবে পরিচিত। শথ বুঝানোর পরও আল্লাহর পথ থেকে তারা বিমুখ থাকে; বরং আল্লাহ্ সত্য দ্বীন ধ্বংস করে মুমিনদেরকেও তাদের অনুরূপ কাফের বানাতে চায়। তাদেরকে হত্যার ব্যাপারে আল-কুরআনে সরাসরি নির্দেশ এসেছে।

আল্লাহতাআলা বলেনঃ

فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُواْ أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُواْ مَنْ أَضَلَّ اللّهُ وَمَن يُضْلِلِ اللّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلاً (৮৮) وَدُّواْ لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَاء فَلاَ تَتَّخِذُواْ مِنْهُمْ أَوْلِيَاء حَتَّىَ يُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتَّمُوهُمْ وَلاَ تَتَّخِذُواْ مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلاَ نَصِيرًا (৮৯)

"অতঃপর তোমাদের কি হলো যে, মুনাফিকদের সর্ম্পকে তোমরা দু'দল হয়ে গেলে? (একদল বলছে এরা কাফের এদেরকে হত্যা করা যাবে, আরেক দল বলছে এরা মুমিন এদেরকে হত্যা করা যাবে না) অথচ আল্লাহতাআলা তাদেরকে ঘুরিয়ে দিয়েছেন তাদের মন্দ কাজের কারণে। তোমরা কি তাদেরকে পথ পথ প্রদর্শন করতে চাও, যাদেরকে আল্লাহ্ পথভ্রষ্ট করেছেন? আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তুমি তার জন্য কোন পথ পাবে না। তারা চায় যে তারা যেমন কাফের তোমরাও তেমনি কাফের হয়ে যাও, যাতে তোমরা এবং তারা সবাই সমান হয়ে যাও। অতএব তাদের মধ্যে কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করনা, যে পযর্ন্ত তারা আল্লাহর পথে হিজরত করে চলে আসে। অতঃপর যদি তারা বিমুখ হয়, তাদেরকে পাকড়াও কর এবং যেখানে পাও হত্যা কর। তাদের মধ্যে কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করোনা এবং সাহায্যকারী বানিওনা।" *(সূরা নিসাঃ ৮৮, ৮৯)*

কেউ কালেমা পড়ে থাকলে বা উত্তরাধিকার সূত্রে মুসলিম দাবী করলেই যে তার বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদ করা যাবে না এ কথার কোন দলীল নেই। এ সর্ম্পকে রাসূল (সাঃ) বলেন, যারা কালেমা পড়ার পর ইসলামের বিরুদ্ধাচারণ করে বা এমন কোন কাজ করে ইসলামে যার শাস্তি মৃত্যু ঘোষণা করা হয়েছে, তবে তাকে হত্যা করা হবে।

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، يقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله

"আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) হতে বর্ণির্তঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, আমাকে কিত্বাল চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যতক্ষণ না মানুষ আল্লাহর একত্ববাদ ও মুহাম্মদ (সাঃ)-এর রিসালাতের সাক্ষ্য দেয় এবং সালাত প্রতিষ্ঠ করে যাকাত দেয়, এমনটি করলে তাদের রক্ত ও সম্পদ আমার হাত থেকে নিরাপদ থাকবে না। (এরুপ কোন কাজ না করলে) তাদের হিসাব আল্লাাহর উপর সমর্পিত হবে।"

(বুখরী ১ম খণ্ড ৮ম হাদীস, মুসলিম ১ম খণ্ড ৩৭ পৃঃ)

এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, নামাজ-রোজা ঠিক মত পড়ার পরও ইসলামে হক নষ্ট করার অপরাধে কালেমা পড়া ঐ মুসলমানকে হত্যা করতে হবে। কুরআন ও হাদীসে সঠিক জ্ঞান না থাকার ফলে আমরা সমাজের মুরতাদদেরকেও কালেমা পড়া মুসলমান মনে করি, যা ইসলামী আকীদার মানদন্ডে মোটেও ঠিক নয়। এ প্রসঙ্গে সৌদি আরবের প্রখ্যাত মুফতী বিশ্বের অন্যতম ফকীহ শায়িখ আব্দুল আজীজ বিন আব্দুল্লাহ বিন বায (রহঃ) তাঁর "আল-আকীদাতুস সহীহা" নামক পুস্তিকায় লিখেছেন, একজন মুসলমান তার ইসলাম বিনষ্টকারী কাজের দ্বারা মুরতাদ হতে পারে, যার ফলে তার রক্ত ও সম্পদ অপর মুসলমানের জন্য হালাল হয়ে যায় এবং ইসলাম হতে পুরোপুরি খারিজ হয়ে যায়।

এরূপ কাজ অনেক প্রকারের হয়ে থাকে, তন্মধ্যে যে মনে করে-

১। মানব রচিত আইন ও বিধি বিধান ইসলামী আইনের চেয়ে ভাল।

২। ইসলামী আইন এ বিংশ শতাব্দীতে বাস্তবায়ন করার উপযোগী নয়।

৩। ইসলামী বিধান মুসলমানদের পিছিয়ে পড়ার কারণ।

৪। ইসলামী বিধান শুধুমাত্র আল্লাহর সাথে সর্ম্পক গড়ার কাজে সীমাবদ্ধ। জীবনের বাকী কর্মকাণ্ডে (সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি, রাষ্ট্র পরিচালনা ইত্যাদিতে) এর অনুপ্রবেশ ঠিক নয়।

৫। যাদের ধারণা ঐ যে, চোরের হাত কাটা ও যিনাকারীকে পাথর মেরে হত্যা, এই দুটি ইসলামী আইন বর্তমান যুগে চলতে পারে না, এরা সবাই ইসলাম হতে বহিস্কৃত।

অনুরূপ ভাবে যদি কেউ মনে করে যে, মানব রচিত আইন আল্লাহ প্রদত্ত আইনের চেয়ে উত্তম নয় বটে কিন্তু বর্তমানের প্রেক্ষাপটে মানব রচিত সংবিধান দ্বারা ব্যাবসা-বানিজ্য, অর্থনীতি, বিচার ব্যাবস্থা ও রাষ্ট্র চালানো যেতে পারে, তবে সে আল্লাহ্ যা হারাম করেছেন তা হালাল করল । যেমন যিনা, মদপান, সুদ ও ইসলামী বিধান ছাড়া অন্য কোন বিধান দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনাকে হালাল করল বিধায় এরুপ ব্যক্তি কাফের এবং

ইসলাম হতে বহিস্কৃত। এ ব্যাপারে (اجماع المسلمين) মুসলমানগণের ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

এ দেশেতো মুসলিম সরকার, তাহলে কার বিরুদ্ধে কিত্বাল করব?

কোন মুসলিম সরকার তথা আমীরুল মুমিনীন যদি আল্লাহর নাজিলকৃত বিধান অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করেন, তবে কোন অবস্থাতেই তার বিরুদ্ধচারণ করা যাবে না বা ৫/১০ বৎসর অন্তর অন্তর নির্বাচন অনুষ্ঠান করে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করা যাবে না।

عَنْ أَنَس بِنْ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

اِسْمَعُوْا وَاَطِيْعُوْا وَاِنِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ كَأَنَّ رَاْسَهُ زَبِيْبَةٌ مَاأَقَامَ فِيْكُمْ كِتَابَ اللّٰهِ

"আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ যদি তোমাদের উপর কোন হাবশী দাসকেও শাসক নিযুক্ত করা হয় যার মাথাটি কিসমিসের ন্যায় তবুও তার কথা শুন এবং তার আনুগত্য কর, যতক্ষণ পর্যন্ত সে তোমাদের মাঝে আল্লাহর কিতাবের শাসন কায়েম রাখে।"

(ফতহুলবারী শরহে বুখারী ১৩ খণ্ড ২১ঃ হাদীস)

অর্থাৎ কোন মুসলিম সরকার যতক্ষন পর্যন্ত কুরআনের শাসন কায়েম রাখবে শুধু ততক্ষণ পর্যন্ত তার আনুগত্য করা যাবে। আর যখনই তা পরিত্যাগ করবে তখনই তাকে ক্ষমতাচ্যুত করতে হবে। কিন্তু এমন কিছু ইসলাম বিরোধী কাজ আছে যা করলে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বা আন্দোলন করে অথবা অন্য কোন সহজ পন্থায় তাকে ক্ষমতাচ্যুত করা যাবে না; বরং তার বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদ করে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করতে হবে। তাকে জীবিতও ছেড়ে দেয়া যাবে না, তাকে হত্যা করতে হবে। তন্মধ্যে প্রধান বিষয় হচ্ছে, যদি কোন মুসলিম সরকার তার সরকারী ক্ষমতা প্রয়োগের ফলে মুরতাদে পরিণত হয়। তবে এটা তার ঈমান আনার পর কুফরী করা হবে।

রাসূল (সাঃ) বলেনঃ **مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوْهُ**

"যে তার দ্বীনকে পরিবর্তন করবে তাকে হত্যা করা।" *(বুখারী)*

আল-ইমামাতুল উযমা গ্রন্থে এ হাদীসের ব্যাখ্যায় আবু ইয়ালা বলেনঃ কোন মুসলিম শাসকের দ্বারা যদি ইসলাম বিধ্বংসী কোন কাজ ঘটে তবে এটা তার ঈমান আনার পর কুফরী করা হবে, সে ইসলামী মিল্লাত থেকে খারিজ হবে এবং তাকে হত্যা করা হবে।

কাযী আয়ায বলেনঃ যদি কোন মুসলিম শাসক ইসলামী সংবিধানে পরিবর্তন আনে তবে সে মুসলমানদের নেতৃত্ব দানের অধিকার হারায়, তার আনুগত্য করা রহিত হবে, তাকে ক্ষমতা হতে অপসারণ করে ন্যায়পরায়ণ মুত্তাকী শাসক বসাতে হবে। যদি সে ক্ষমতা না ছাড়ে তাহলে অস্ত্র ধারণ করে এমন কাফেরকে ক্ষমতাচ্যুত করা একদল মুমিনের উপরে ওয়াজিব।

হাফেজ ইবনে হাজার বলেনঃ এমন নামধারী মুসলিম শাসককে অপসারণের জন্য শক্তি প্রয়োগ করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজ। যারা এরূপ শাসককে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য সশস্ত্র শক্তি প্রয়োগ করবে, তারা আল্লাহর কাছে সওয়াব পাবে। যারা তাদের সাথে আপোষ করবে তারা গুনাহগার হবে। আর যারা একাজে অপারগ হবে তাদের জন্য ঐ ভূখণ্ড হতে অনত্র হিজরত করা ওয়াজিব।

এরূপ শাসকদের প্রসঙ্গে রাসূল (সাঃ) আরও বলেনঃ

إِلاَّ أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِّنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ

"কিন্তু যদি তারা এমন প্রকাশ্য কুফরী কাজ করে যে আল্লাহর পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণ রয়েছে।" *(সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)*

এ হাদীস দ্বারা এটাই বুঝা যায় যে, "কোন মুসলিম শাসক তার মুরতাদ হওয়ার জন্য এটা শর্ত নয় যে, সে নিজেকে ঘোষণা দিয়ে মুরতাদ বা কাফের হতে হবে, বরং তার মুরতাদ হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ঠ যে, সে তার রাষ্ট্রে কিছু কুফরী কাজের প্রকাশ ঘটালে। যেমন-সরকারীভাবে সুদ নেওয়া, পতিতালয়, সংরক্ষণ করা, লটারী, মদ, জুয়া ইত্যাদির অনুমুত দেয়া এবং হদীস দ্বারা ইহাও দলীল সাব্যস্ত হয় যে, একই কিবলার দিকে মুখ করে সালাত আদায়কারীকে কাফের বলা জায়েয। যদিও সে কেবলার অর্ন্তগত লোকেদের থেকে বের হয়ে না যায় সে ধর্ম পরিবর্তনের ইচ্ছাও না করে। তবুও সে তার কুরআন-সুন্নাহ্ বিরোধী সংবিধান প্রতিষ্ঠা করার কারণে অবশ্যই কাফের হবে। এমন অবস্থায় যদি ঐ শাসককে কাফের-মুরতাদ আখ্যা না দেয়া হয় তবে عِنْدَكُمْ مِّنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রকাশ্য দলীল থাকার পরেও অগ্রাহ্য করা হলো।"

(উপরোক্ত আলোচনা আল ইমামাতুল উয্মা ইনদা আহলুস সুন্নাহওয়াল জামাআ গ্রন্থের ৪৬৮-৪৭০ পৃষ্ঠা হতে উদ্ধৃত)

কোন শাসক আল্লাহর বিধানের পরিবর্তে মানব রচিত বিধানে রাষ্ট্র চালানোর কারণে মুশরিক ও মুরতাদে পরিণত হয়ে যায় এর পরও যদি কেউ ঐ শাসককে মুসলমান মনে করে তাহলে সেও কুফ্‌রী করল। কারণ কেহ যদি কোন মুসলমানকে কাফের বলে সেও সমঅপরাধী, তদ্রুপ কেহ যদি কোন কাফের, মুশরিক বা মুরতাদকে মুসলমান বলে সেও সম অপরাধী। শায়িখ মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব (রহঃ) তার গ্রন্থে نواقض الإسلام ইসলাম বিনষ্টকারী যে দশটি বিষয় উল্লেখ করেছেন, তন্মধ্যে একটি হচ্ছে 'যে ব্যক্তি

মুশরিকদেরকে কাফের মনে করে না অথবা তাদের কাফের হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ করে সে কুফরী করল।'

(আল-আকীদাতুস সহীহা, প্রণেতা শায়িখ আব্দুল আজিজ বিন আব্দুল্লাহ বিন বায (রহঃ) পৃঃ নং ২৫)

অতএব আল্লাহর বিধানের পরিবর্তে যারা মানুয়ের তৈরী করা বিধানে রাষ্ট্র চালায় তাদের চেয়ে বড় মুশরিক আর কেউ হতে পারে না। পৃথিবীতে যত প্রকার শিরক চলছে তা কেবল রাষ্ট্রের আইন দ্বারাই উতখাত করা সম্ভব; ব্যক্তি বা সামাজিক ভাবে বল প্রয়োগের দ্বারা তা উৎখাত করা সম্ভব নয়। কারণ ব্যক্তিগত ভাবে যদি কেউ তা করতে যায় তবে তা হবে নিজ হাতে আইন তুলে নেয়া, যা হলো রাষ্ট্রীয় অপরাধ। সে মতে দেখা যাচ্ছে, আজ রাষ্ট্রীয় আইন দ্বারাই সমস্ত শিরক, বিদ'আত ও কুফরীর পৃষ্ঠপোষকতা করা হচ্ছে এবং দিন দিন তা কেবল বেড়েই চলেছে। তাই কোন শাসক নিজেকে মুসলমান দাবী করলে তার উচিত আল্লাহর নাজিলকৃত বিধান অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করা। কারণ এটা মুসলমানদের উপর ফরজ। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলা কুরআন মাজীদে বহু আয়াত নাজিল করেছেন।

তন্মধ্যে এখানে কিছু উল্লেখ করা হলঃ

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللّهُ إِلَيْكَ

"আর আমি আদেশ করছি যে, আপনি তাদের মধ্যে আল্লাাহ্ যা নাজিল করেছেন তদানুযায়ী ফয়সালা করুন। তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না এবং তাদের থেকে সর্তক থাকুন যেন তারা আপনাকে এমন কোন নিদের্শ থেকে বিচ্যুত না করে, যা আল্লাহ্ আপনার প্রতি নাজিল করেছেন।" *(সূরা মায়েদাঃ ৪৯)*

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللّهِ

"বস্তুতঃ আমি একমাত্র এই উদ্দেশ্যেই রাসূল (সাঃ) কে প্রেরণ করেছি, যাতে আল্লাহর নিদের্শ অনুযায়ী তাদের আদেশ-নিষেধ মান্য করা হয়।" *(সূরা নিসাঃ ৬৪)*

فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا

"অতএব আপনার পালন কর্তার কসম, সে লোকেরা ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানদার হবে না, যতক্ষন না তাদের সৃষ্ট বিবাদের (মামলা-মোকাদ্দমার) ব্যাপারে আপনাকে বিচারক মান্য না করবে। অতঃপর আপনার দেওয়া ফায়সালা গ্রহণের ব্যাপারে তাদের মনে কোন প্রকার আপত্তি থাকবেনা; বরং তা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে গ্রহণ করে নিবে।" *(সূরা নিসাঃ ৬৫)*

এই আয়াতের দ্বারা এটা স্পষ্ট যে, যদি কোন শাসক আল্লাহর প্রদত্ত বিধানকে বাদ দিয়ে মানুষের তৈরী করা বিধানে রাষ্ট্র চালায়, তবে কোন ঈমান নেই। ঈমান থাকলে সে কখনো আল্লাহর আইন পরিত্যাগ করে মানুষের বানানো আইনে রাষ্ট্র চালাতে পারে না। অতএব এরকম ব্যক্তি যদি নামাজ পড়ে, রোজা রাখে হজ্জ করে এবং যাকাত দেয় তবে এটা তার বৃথা কষ্ট করা হবে। উক্ত শাসককে আগে এরূপ সংবিধান দ্বারা পরিচালিত রাষ্ট্র ক্ষমতা ছেড়ে দিতে হবে এবং খালেস ভাবে তাওবা করে আল্লাহর দ্বীন কায়েমের চেষ্টা করতে হবে। তারপর তার নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত ও অনান্য ইবাদত গ্রহণযোগ্য হবে। কেন না ঈমানহীন ব্যক্তির কোন ইবাদতই গ্রহণযোগ্য নয়।

وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَٰلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ(٤٧)وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ(٤٨)

"তারা বলে আমরা আল্লাহ্ ও রাসূল (সাঃ)-এর প্রতি ঈমান এনেছি এবং আনুগত্য করি। অতঃপর তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয়, তারা ঈমানদার নয়। তাদের মধ্যে ফয়সালা করার জন্য যখন আল্লাহ্ ও রাসূল (সাঃ)-এর দিকে আহ্বান করা হয় তখন তাদের একদল তা উপেক্ষা করে।" *(সূরা নূরঃ ৪৭, ৪৮)*

অর্থাৎ তারা বলে নামাজ, রোজার ক্ষেত্রে আল্লাহ ও রাসূল (সাঃ)-এর আনুগত্য করব কিন্তু রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে আল্লাহ ও রাসূল (সাঃ)-এর দেওয়া সংবিধান মানবনা; বরং এক্ষেত্রে ইংরেজদের দেয়া সংবিধান মানব অথবা নিজেরাই সংসদে বসে জনগণের জন্য আইন তৈরী করে দেব।

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا

"আল্লাহ্ ও রাসূল (সাঃ)-এর পক্ষ থেকে কোন বিষয়ে ফয়সালা দিলে কোন ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীর পক্ষে উক্ত বিষয়ে নিজেদের পক্ষ থেকে ভিন্ন কোন ফয়সালা দেয়ার অধিকার নাই। যে আল্লাহ ও রাসূল (সাঃ)-এর আদেশ অমান্য করে সে প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় পতিত হয়।" *(সূরা আহযাবঃ ৩৬)*

• أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلاً

"তবে কি আমি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন বিচারক (বিধানদাতা) অনুসন্ধান করব, অথচ তিনিই আমাদের প্রতি বিস্তারিত কিতাব (সংবিধান) অবতীর্ণ করেছেন।"
(সূরা আনআমঃ ১১৪)

আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে এমন কোন বিধান আসার বাকী নেই, যে জন্য কাফের-মুশরিকদের কাছে থেকে বিধান এনে রাষ্ট্র চালাতে হবে বা নিজেদের কিান বিধান

প্রণয়নের প্রয়োজন হবে। আমাদের কাজ শুধু আল্লাহর আইন মেনে চলা, আইন তৈরী করা নয়।

অতএব, উপরোক্ত আয়াতে বর্ণিত নির্দেশ উপেক্ষা করে গণতন্ত্রবাদী শাসক তো দূরের কথা কোন আমীরুল মুমিনীনও যদি আল্লাহর সংবিধান বাদ দিয়ে নিজের পছন্দ মত সংবিধান দ্বারা রাষ্ট্র চালায় তবে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য সশস্ত্র জিহাদের অবতারণা করতে হবে। যারা আল্লাহদ্রোহী ঐ শাসককে হেফাজতের চেষ্টা করবে তাদের বিরুদ্ধেও সশস্ত্র জিহাদ করতে হবে।

ইহুদী, নাসারা ও ব্রাক্ষ্মণ্যবাদীদের অপপ্রচারের ফলে সাধারণ মানুষ একটা ভুল ধারণা পোষণ করে যে, যারা সশস্ত্র জিহাদে কথা বলে তারা হয়ত বা জিহাদ শুরু করলে একদিক থেকে গণহত্যা করবে এবং সে গণহত্যায় কাফের-মুশরেক, ফাসেক-ফাজের মুসলিম, বৃদ্ধ, শিশু, নারী-পুরুষ নির্বিচারে সবার উপর গুলি চালাবে। আসলে ইসলামী জিহাদে ফাসেক-ফাজের মুসলমানদেরকে হত্যা করা তো দূরের কথা, নিরস্ত্র পুরোহীতদেরকেও হত্যা করার অনুমতি নেই।

জিহাদ কোন সাধারণ কাফেরের বিরুদ্ধে নয়, জিহাদ হচ্ছে কুফ্‌রী পদ্ধতি দ্বারা পরিচালিত শাসকদের বিরুদ্ধে। ইসলাম কাফেরকে বেঁচে থাকার অধিকার দিয়েছে কিন্তু মুরতাদকে কখনই বেঁচে থাকার অধিকার দেয়নি। কোন কাফের যদি ইসলামী রাষ্ট্রে জিজিয়া দিয়ে বেঁচে থাকতে চায় তবে তাকে হত্যা করা যাবে না। কিন্তু কোন নামধারী মুসলমানও যদি আল্লাহর আইনকে বাদ দিয়ে মানব রচিত আইন দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনা করে তবে সে মুরতাদ হয়ে যায়। ফলে তাকে হত্যা করতে হবে।

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلّه

“আর তাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র কিত্বাল করতে থাক, যতক্ষণ না ফেৎনার অবসান হয় এবং আল্লাহর দ্বীন পূর্ণ প্রতিষ্ঠা হয়।” *(সূরা আনফালঃ ৩৯)*

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহঃ) বলেনঃ মুসলিম ওলামাগণ এব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, যদি কোন রাজনৈতিক দল শরিয়তে প্রসিদ্ধ ও প্রকাশ্য বিধান বস্তবায়যনে বাধা দেয় বা প্রতিতবন্ধকতা সৃষ্টি করে, তবে সেই দলের বিরুদ্ধে কিত্বাল করা ওয়াজিব। যাতে করে আল্লাহর সমস্ত বিধান প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।

(আল-হুকমুওয়াত তাহাকুম-১/২৩১ পৃঃ)

নবী-রাসূলগণর ওফাতের পর সে সময়ের লোকেরা নিজেদেরকে মুসলিম বলেই দাবী করত। কিন্তু তারা নবী-রাসূলগণের মত আল্লাহর বিধানে রাষ্ট্র শাসন না করে নিজেদের তৈরীকৃত তাগুতী বিধানে রাষ্ট্র শাসন করত। তাই পরবর্তী নবী এসে ঐ নামধারী মুসলিম শাসকদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদ করে আল্লাহর বিধান কায়েম করেছেন।

বর্তমানের নামধারী মুসলিম শাসকেরাও আখেরী নবী মুহাম্মাদ (সাঃ) এর মতো আল্লাহর আইনে রাষ্ট্র পরিচালনা করছে না; বরং মানব রচিত আইনে রাষ্ট্র পরিচালনা করছে। এখন এই সব নামধারী মুসলিম শাসকদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদ করে এদেশে আল্লাহর আইন বাস্তবায়ন করতে হবে।

নবীদের সংঘাত সাধারণ কোন কাফের মুশরেকদের সাথে হয়নি, তাদের সংঘাত হয়েছে তদানীন্তন তাগুতী শাসকদের সাথে। ইবরাহিম (আঃ)-এর নমরুদের সাথে, মুসা (আঃ)-এর ফেরাউনের সাথে এবং মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সংঘাত হয়েছে আবু জেহেল, আবু লাহাবদের সাথে।

এখানে আর একটি বিষয় বিশেষ ভাবে খেয়াল রাখতে হবে আর তা হচ্ছে মুসলিম প্রধান রাষ্ট্রে কুফ্‌রী বিধান জারী রেখে পার্শ্ববর্তী কোন কুফর প্রধান রাষ্ট্রে দ্বীন কায়েমের জন্য খণ্ডযুদ্ধ ফলপ্রসূ হবে না। এজন্য প্রথমে মুসলমান নামধারী তাগুতী শাসকদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদ করে ইসলামী হুকুমত কায়েমের মাধ্যমে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোকে শক্তিশালী করতে হবে। এরপর বৃহত্তর জিহাদে ডাক দিয়ে কুফর প্রধান রাষ্ট্রে আক্রমন চালালে তবেই ফলপ্রসূ হতে পারে।

অতএব নামধারী মুসলিমদেশের প্রতিটি ঈমানদার নাগরিকে প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে, নিজ নিজ দেশে সশস্ত্র জিহাদী কাফেলা গড়ে তোলা। কারণ পত্যেক সক্ষম ঈমানদার ব্যক্তির স্বীয় বসবাসকারী ভূমিতে কুরআনের শাসন প্রতিষ্ঠা করার জন্য সশস্ত্র জিহাদ করা ফরজে আইন এবং অন্য কোন স্থানে অনুরূপ জিহাদে অংশ গ্রহণ করা ফরজে কিফায়াহ।

বর্তমানে নামধারী মুসলিম সরকারগুলো আসলে মুসলমান কিনা তা জানার জন্য নিম্নোক্ত গ্রন্থের দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক।

গ্রন্থের নামঃ আহলুস ওয়াল জাম'আতের আকীদায় ইসলামী রাজনীতি শীর্ষক "আল ইমামাতুল ইজমা ইনদা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামআ।" প্রণেতাঃ আব্দুল্লাহ বিন উমর সোলাইমান আদ্দামিজী। (উম্মুল কোরা বিশ্ববিদ্যালয় মক্কা মুকার্‌রামা, আকীদা বিভাগ থেকে ডক্টরেট প্রাপ্ত) প্রকাশকাল মক্কামুকার্‌রামা ২১/১১/১৪০৮ হিঃ প্রকাশনায়ঃ দারুত এ কিতাবের দ্বীন বিবর্জিত রাজনীতি অধ্যায় থেকেঃ।

যে ব্যক্তি তার পার্থিব জীবনের কর্মকান্ড আল্লাহর বিধান মোতাবেক পরিচালনা না করে তদস্থলে মানব রচিত বিধান দ্বারা পরিচালনা করে, সে ব্যক্তির ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে আমাদের বেশী কষ্ট করতে হবে না। কারণ এ সম্পর্কে কুরআন-হাদীসে অনেক দলীল রয়েছে।

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيدًا

"আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, যারা দাবী করে যে আমরা ঈমান এনেছি, যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছ এবং আপনার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছিল। তারা তাগুতকে বিধান দানকারী বানাতে চায়, অথচ তাদের প্রতি নিদের্শ রয়েছে, তারা যেন তাকে অস্বীকার করে। পক্ষান্তরে শয়তান তাদেরকে ভীষণ পথভ্রষ্ঠ করে (আল্লাহর আইন থেকে) অনেক দূরে নিয়ে যেতে চায়।" *(সূরা নিসাঃ ৬০)*

উপরোক্ত আয়াতের মধ্যে يَزْعُمُونَ শব্দটি দ্বারা পরিষ্কার বোঝা যায় যে, যারা তাগুতের কাছে বিচার-ফায়সালা প্রার্থনা করে আল্লাহ তাদের ঈমানের দাবীকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছেন। সুতুরাং তাদের অন্তরে ঈমান আছে একথা আল্লাহ স্বীকার করেন না এই কারণে যে, তারা মানব রচিত আইনের নিকট বিচার প্রার্থনা করে।

যে ব্যক্তি মানব রচিত আইনে বিচার প্রার্থনা করে তার অন্তরে ঈমানের লেশ মাত্র থাকতে পারে না। কারণ তাগুতের কাছে বিচার চাওয়া আর অন্তরে ঈমান থাকা পরষ্পর বিরোধী দু'টি জিনিস। আল্লাহতাআলা বলেনঃ

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لاَ انفِصَامَ لَهَا

"যে ব্যক্তি তাগুতকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, সে এমন সুদৃঢ় হাতল ধারণ করেছে যা ভাঙ্গবার নয়।" *(সূরা বাক্বারাঃ ২৫৬)*

অতএব তাগুত অস্বীকার করা ছাড়া ঈমান আনা অসম্ভব।

'তাগুত' طاغوت মূল 'তুগঈয়ান' طغيان থেকে উদ্ভৃত। যার অর্থ হলো সীমা অতিক্রম করা। সুতরাং আল্লাহর প্রদত্ত আইনকে বাদ দিয়ে মানব রচিত আইনে যারা শাসনকার্য চালায় তারা 'তাগুত' এবং বিচার পাওয়ার আশায় যারা মানব রচিত আইনের শরণাপন্ন হয়, তারা হলো তাগুতপন্থী।

প্রত্যেক শাসকের উচিত রাষ্ট্র পরিচালনা করলে তা আল্লাহর আইন দ্বারাই করা এবং জনগণের উচিত আল্লার আইনের নিকট বিচার চাওয়া। অতএব যে আল্লাহর আইনের বিরোধী আইন দ্বারা রাষ্ট্র শাসন করে আর যে উক্ত আইনের নিকট বিচার প্রার্থনা করে এরা উভয়েই সীমালংঘনকারী।

এ বিষয়টি আরও পরিষ্কার করে সৌদি-আরবের প্রাক্তন গ্রান্ড মুফতি শায়িখ মোহাম্মাদ বিন ইবরাহিম (রহঃ) বলেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার নাজিলকৃত বিধান দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনা করে না, আল্লাহ তাকে কাফের আখ্যা দিয়েছেন। সুতরাং সে কাফের এতে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। হয়ত তার কাজের দ্বারা কফের অথবা বিশ্বাসের দ্বারা কাফের। এরূপ লোক মানব রচিত বিধান বিশ্বাস করলেও কাফের আর বিশ্বাস না করে শুধু এ বিধান দ্বারা রাষ্ট্র শাসন করলেও কাফের।

বর্তমান যুগের মুসলমানগণ যে মহাবিপদের সম্মুখীন তা হলে শাসন কতৃত্বে 'তাগুত' জেঁকে বসেছে এবং তারা মুসলিমদেরকে শাসন করার জন্য জাহেলী মতবাদকে সংবিধান

হিসাবে গ্রহণ করেছে। আর অল্লাহর বিধানকে না জানার ভান করে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করছে। তাই মান্যবর উস্তাদ আহমদ শাকের (রহঃ) বলেন, আফসোসের সাথে আমরা লক্ষ্য করেছি যে, অনেক মুসলিম দেশে সে দেশের মুসলিমদের উপর এমন নাপাক ও দ্বীন শূণ্য সংবিধান চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে যা ইউরোপ হতে আমদানীকৃত। যে বিধানের ধারা ও উপধারার অধিকাংশই ইসলামী বিধানের সহিত পরিপূর্ণ সাংঘর্ষিক; বরং কতিপয় বিধান ইসলামকে ভেঙ্গে চূরমার করে ধ্বংস করে দিয়েছে একথা কেউ অস্বীকার করতে পারে না। একমাত্র এসব তারাই একথা অস্বীকার করবে যারা নিজেদেরকে ধোঁকার মধ্যে ফেলে রেখেছে বা দ্বীনের ব্যাপারে একবারেই অজ্ঞ বা যারা বুঝে না ইসলামের শত্রুতায় লিপ্ত রয়েছে।

ইউরোপ থেকে আমদানীকৃত এ সংবিধান এনে কতক বিধান আছে যা ইসলামী শরীয়তের বিরোধী নয়। মুসলিমদের দেশে বাস্তবায়নকৃত এই ধরনের সংবিধান মানা জায়েয নয়। এমন কি ঐ সব বিধানও মানা বৈধ নয় যে গুলি ইসলামী বিধানের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। কেননা সংবিধান প্রণেতারা সংবিধান পংণয়ন কালে এটা লক্ষ্য করেনি যে, ইসলামের সাথে কোনটি মিল আছে আর কোনটি মিল নেই। তাদের লক্ষ্য ছিল ইউরোপের সংবিধানের সাথে মিল রাখা। যে কারণে ইউরোপের প্রভুদের রচিত সংবিধানই তারা দলীল হিসেবে গ্রহণ করে। এরূপ ব্যক্তিবর্গ চরম অপরাধী, ইসলাম হতে বহিস্কৃত মুরতাদ।

এই মহাপাপের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি বলেনঃ সংবিধানগত বিষয়ে মুরতাদ হওয়ার হুকুমে চার ধরনের লোক শামিল হয়েছে।

১। মানব রচিত সংবিধান প্রণয়নকারী কমিটি (প্রধান মন্ত্রী, প্রেসিডেন্ট, মন্ত্রী, এম.পি)ঃ তারা তাদের রচিত সংবিধানকে সঠিক ও বাস্তবায়নের উপযোগী মনে করেই তা রচনা করেছে। ফলে তারা মুরতাদ হয়ে গেছে। যদিও তারা নামাজ পড়ে, রোজা রাখে ও নিজেদেরকে মুসলিম বলে দাবী করে।

২। রক্ষক শ্রেণী (এরূপ সংবিধান প্রয়োগকারী প্রশাসনিক কমকর্তা ও প্রতিরক্ষা বাহিনী)ঃ মানব রচিত সংবিধানের ইসলাম বিরোধী আইনগুলো সঠিক মনে করে যারা তা প্রয়োগ ও প্রতিরক্ষা করে তারা সবাই মুরতাদ। আর যারা তন্মধ্যে অবস্থিত ইসলাম সমর্থিত আইন গুলি প্রয়োগ ও প্রতিরক্ষার দায়িত্ব পালন করে, তারা সবাই পক্কা মুনাফিক। যদিও তারা ওজর পেশ করে যে আমরা তো শুধু আমাদের চাকুরীরর দায়িত্ব পালন করেছি মাত্র।

৩। বিচারক (এরূপ সংবিধানের আইন দ্বারা বিচারকার্য পরিচালনাকারী)ঃ এ শ্রেণীর লোকেরা মানব রচিত সংবিধানের অর্ন্তভুক্ত ইসলামী আইনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আইনগুলি প্রয়োগ কালে হয়ত বলতে পারে, আমরা কাফের হলাম কিভাবে? কিন্তু যখন ইসলাম বিরোধী আইনগুলি প্রয়োগ করে তখন তারা কি আপত্তি পেশ করবে? যদিও

কুর'আন-হাদীসের দলীল অনুযায়ী তাদের এরূপ আপত্তির কোন মূল্য নেই। নিশ্চয়ই এই হাদীসের অর্ন্তভুক্ত।

মহানবী (সাঃ) বলেনঃ

عَلَى الْمَرْءِ السَّمْعُ و الطَّاعَةُ فِيْمَا اَحَبَّ وَ كَرِهَ اِلاَّ اَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ

"আমীর (রাষ্ট্র প্রধান বা তার নিয়োগকৃত ব্যক্তি)-এর পছন্দ হোক বা না হোক তা মানতেই হবে, কিন্তু সেই নির্দেশটি যদি গুনাহর কাজের জন্য হয় তবে তা শুনাও যাবে না এবং আনুগত্যও করা যাবে না।" *(সহীহ মুসলিম)*

এবার চিন্তা করে দেখুন বিচারক যখন শরীয়ত বিরোধী হুকুম বাস্তবায়ন করে তা শুধু গুনাহের কাজ নয়; তা স্পষ্ট কুফরী কাজ। যেখানে গুনাহের কাজের জন্য নির্দেশিত হলে তা অমান্য করার হুকুম দেওয়া হয়েছে, সেখানে কুফরী কাজের জন্য নির্দেশিত হওয়ার পর তাদের কি করা উচিত ছিল? অতএব কুফরী ফয়সালার প্রদান করে পূর্বের দুই শ্রেণীর ন্যায় ঐ বিচারকও মুরতাদ হয়ে গেছে।

৪। জনগণঃ যারা সন্তুষ্ট চিত্তে উক্ত বিধানের অনুসরণ করে থাকে বা সমর্থন করে তবে তারাও শাসক শ্রেণীর ন্যায় মুরতাদ হয়ে যাবে। অতএব জনগণের উচিত মানব রচিত বিধানের শরনাপন্ন না হওয়া এবং উহাকে অবৈধ ঘোষণা করা। এরূপ বিধান পরিবর্তনের জন্য চেষ্টা করা এবং এরূপ বিধান মানা যে হারাম তা প্রচার করা। আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতীত কোন কাজের ভার দেন না।

عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اِنَّهُ يُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ اُمَرَاءُ فَتَعْرِفُوْنَ وَتُنْكِرُوْنَ فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِئَ وَمَنْ اَنْكَرَ فَقَدْ سَلِمَ وَلٰكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ

"উম্মে সালমাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন, ভবিষ্যতে তোমাদের এমন অনেক নেতা হবে যাদের কিছু কাজ তোমাদের শরীয়ত সম্মত মনে হবে আর কিছু কাজ তার বিরোধী মনে হবে, সে সময় যারা তা অপছন্দ করবে তারা অনুরূপ পাপী হওয়া থেকে বেঁচে যাবে আর যারা প্রতিরোধ করবে তারা (উভয় জগতে) নিরাপত্তা লাভ করবে। কিন্তু যারা সন্তুষ্ট থাকবে ও অনুসরণ করে যাবে তারা নেতাদের মতই পাপী হবে।"

(সহীহ মুসলিম, অনুচ্ছেদঃ শরীয়ত বিরোধী কাজে আমীরদের প্রতিরোধ করা ফরজ)

কোন্ অবস্থাতে
মুসলমান শাসকের বিরুদ্ধে কিত্বাল করে তাকে ক্ষমতাচ্যুৎ করতে হয়?

এ বিষয়টি পরিষ্কার ভাবে বুঝার জন্য দামেস্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিকহুল কিতাব ওয়াহ্হুস সুন্নাহ বিভাগের অধ্যাপক ডঃ মুহাম্মদ খায়ের হাইকাল এর লিখিত **الجهاد** والقتال

في السياسة الشرعية 'শরীয়তের রাজনীতিতে জিহাদ ও কিত্বাল' নামক গ্রন্থের দলীল ভিত্তিক আলোচনা সহায়ক হবে। যা নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ

একজন মুসলমান শাসক (আমীরুল মুমিনীন) যদি জনগণের উপর জুলুম করে, তাদের হক আদায় না করে অথবা নিজে গোপনীয় কোন পাপে লিপ্ত হয় বা কারো অধিকার নষ্ট করে তবে ইসলাম রক্ষার স্বার্থে এসব জুলুম সহ্য করতে হবে, প্রয়োজনে প্রতিবাদ করতে হবে। কিন্তু তার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করা যাবে না বা তাকে ক্ষমতা থেকে অপসারণের উদ্দেশ্যে জিহাদী দল গঠন করে সশস্ত্র জিহাদের অবতারণা করা যাবে না। কিন্তু যদি কোন মুসলিম শাসকের কার্যকলাপ ব্যক্তিবর্গ পর্যায়ে না থেকে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে এমন অবস্থায় গিয়ে পৌছে যা .... স্পষ্ট কুফরীতে পরিণত হয় এবং তা কুরআনের আয়াত বা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণীত, তবে ঐ শাসকের বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদ করে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করতে হবে।

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: دَعَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْنَاهُ فَقَالَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ بَايَعْنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ

"উবাদাহ বিন সামেত (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদেরকে (দ্বীনের দিকে) আহ্বান করলেন, আমরা তার নিকট বাইয়াত (আনুগত্যের শপথ) করলাম। তিনি আমদের কাছ থেকে যে বিষয়ে শপথ নিয়েছিলেন তা হচ্ছে, আমাদের সুখের-দুঃখের, স্বচ্ছল-অস্বচ্ছল এবং স্বার্থহানীর অবস্থায় শ্রবণ করব ও আনুগত্য করব। এমর্মে আরও শপথ করলাম যে, ক্ষমতাসীনদেরকে সশস্ত্র জিহাদের মাধ্যমে ক্ষমতাচ্যুত করব না। কিন্তু যদি তাদেরকে এমন কুফ্‌রী কাজ করতে দেখ যে ব্যাপারে আল্লাহর পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণ রয়েছে তবে সশস্ত্র জিহাদ করে তাদেরকে ক্ষমতাচ্যুত কর।"

(সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

ইসলামী রাষ্ট্রে অনৈসলামী কাজের ব্যাপক প্রকাশ ও পরিব্যাপ্তির কারণে সে দেশের মুসলিম শাসক ক্ষমতায় থাকার অধিকারী হারায়। এ সম্পর্কে মহানবী (সাঃ)-হতে স্পষ্ট বর্ণনাদি এসেছে যা একত্রিত করলে দেখা যায় এরূপ কাজ প্রথমত পাঁচ ধরনেরঃ

১। শাসক যদি নামাজ না পড়ে, তবে তার বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদ করে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করতে হবে।

২। শাসক যদি রোজা না রাখে, তবুও তার বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদ করে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করতে হবে। হাদীস হতে এর দলীলঃ

أَلَا نُقَاتِلُهُمْ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ لَا دَعُوْهُمْ مَا صَامُوْا وَ صَلُّوْا

"(সাহাবীগণ অন্যায়কারী শাসকদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন) ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমরা কি তাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদ করব না? তিনি বললেন তারা যদি নামাজ পড়ে ও রোজা রাখে ততদিন এরূপ কর না।" *(মুসলিম)*

হাদীসের মর্ম এই যে, নামাজ ও রোজা এ দুটির আমল যদি শাসকদের মধ্যে না থাকে তবে তাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদ করতে হবে।

৩। শাসক যদি রাষ্ট্রের নাগরিকদের মাঝে নামাজ প্রতিষ্ঠা না করে, তবে তার বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদ করে তাকে ক্ষমতা থেকে সরাতে হবে।

নামাজ প্রতিষ্ঠার অর্থ এই যে, রাষ্ট্রের (মুসলিম) নাগরিকদেরকে নামাজ পড়ার নিদের্শ দেয়া এবং কেউ এ নিদের্শ অমান্য করলে (নামাজ না পড়লে) কৈফিয়ত তলব করা ও তার বিচারের জন্য শাস্তির ব্যাবস্থা করা।

শাসক যদি রাষ্ট্রে নামাজ প্রতিষ্ঠা না করে তবে সে ক্ষমতায় থাকা অধিকার হারায় এবং তাকে হত্যা করতে হয়। এ সর্ম্পকে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর হাদীস হতে দলীলঃ

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خِيَارُ اَئِمَّتِكُمُ الَّذِيْنَ تُحِبُّوْنَهُمْ وَيُحِبُّوْنَكُمْ وَيُصَلُّوْنَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّوْنَ عَلَيْهِمْ وَشِرَارُ اَئِمَّتِكُمُ الَّذِيْنَ تُبْغِضُوْنَهُمْ وَيُبْغِضُوْنَكُمْ وَ تَلْعَنُوْنَهُمْ وَ يَلْعَنُوْنَكُمْ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ اَفَلَا نُنَابِذُهُمْ بِالسَّيْفِ؟ فَقَالَ لَا مَاَقَامُوْا فِيْكُمُ الصَّلٰوةَ

"আউফ ইবনে মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন, তোমাদের উত্তম রাষ্ট্রনায়ক তারাই যাদের তোমরা ভালোবাস এবং তারাও তোমাদের ভালোবাসে, আর তোমরা তাদের জন্য দোয়া কর এবং তারাও তোমাদের জন্য দোয়া করে এবং তোমাদের নিকৃষ্ট রাষ্ট্রনায়ক তারাই যাদের প্রতি তোমরা অসন্তুষ্ট এবং তারাও তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট এবং তোমরা তাদেরকে অভিসম্পাত কর, তারাও তোমাদেরকে অভিসম্পাত করে। বলা হল, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আমরা কি তলোয়ার দ্বারা তাদেরকে ক্ষমতার মসনদ থেকে উৎখাত করে দেব না? তিনি বললেন, তারা যতদিন তোমাদের মাঝে (রাষ্ট্রে) নামাজ কায়েম রাখে ততদিন এরূপ কর না" *(সহীহ মুসলিম)*

এ হাদীস আমাদের এই নিদের্শ দেয় যে, নামাজ প্রতিষ্ঠা না করা একজন মুসলমান শাসকের জন্য এমন অপরাধ যে, এর ফলে সশস্ত্র জিহাদ করে তাকে ক্ষমতা হতে অপসারণ করতে হবে। মুমিনদেরকে শাসক বানানো হয় আল্লাহর হুকুম গুলোকে বাস্তবায়নের জন্য। নামাজ এমন একটি হুকুম যা তরক করার কারণে মুমিন কাফেরে পরিণত হয়ে যায়। তাই রাষ্ট্রে নামাজ প্রতিষ্ঠার কাজ ছেড়ে দিলে সেই শাসকের বিরুদ্ধে শুধু প্রতিবাদ নয়; বরং তার বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদ করে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য আল্লাহর রাসূল (সাঃ) নিদের্শ দিয়েছেন।

৪। কোন মুসলিম শাসকের জানা মতে সমাজে আল্লাহর নাফরমানীর কাজ ব্যাপকভাবে প্রকাশ্যে করা হচ্ছে কিন্তু সে বাধা দিচ্ছে না। যেমন মাইকে অশ্লীল গান বাজানো, মহিলাদের বেপর্দা চলাফেরা, ব্যাংক বীমা, সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে সুদ নেওয়া, রাস্তায় রাস্তায় লটারী টিকিট বিক্রয়, যেখানে সেখানে মূর্তি স্থাপন, মাজার প্রতিষ্ঠা করা, মাজারে সেজদা করা, মান্নত করা ইত্যাদি নাফরমানীর কাজ দেশে প্রকাশ্যে হারে চলছে। যার কারণে ঐ শাসকের বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদ করে তাকে অপসারণ করতে হবে হাদীসে এসেছেঃ

اَلاَّ نُنَازِعَ الْاَمْرَ اَهْلَهُ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ مَعْصِيَةُ اللهِ بَوَاحًا.........

"(আমরা বাইয়াত করার কালে মহানবী (সাঃ)-কে এ প্রতিশ্রুতি দিয়েছি) ক্ষমতাসীনদের কাছ থেকে তাদের ক্ষমতা ছিনিয়ে নেব, তবে যদি তাদের শাসনামলে আল্লাহর নাফরমানী প্রকাশ্যে সংঘটিত হয় (তবে অবশ্যই ক্ষমতা ছিনিয়ে নেব)।"

(ফাতহুল বারী শরহে বুখারী ১৩ খণ্ড ৮ম হাদীস)

৫। শাসক যদি কাউকে প্রকাশ্যে আল্লাহর নাফরমানী কাজের নিদের্শ বা অনুমতি দেয়। যেমন রেডিও-টেলিভিশন বা জনসম্মুখে অশ্লীল গান-বাজনা, যাত্রা-সিনেমা, মদ-জুয়া সংবর্ধনা নৃত্য, নর্তকী আমদানী, পতিতালয় সংরক্ষণ, এন.জি.ও. প্রতিষ্ঠা, ফটো স্থাপন, অগ্নি প্রজ্জলন, সুদী ব্যাংক, বীমা ইত্যাদি লাইসেন্স বা অনুমতি দেয়, তবে তার এ নিদের্শ বা অনুমতি দেওয়ার কারণে ক্ষমতায় থাকার অধিকার হারাবে এবং সশস্ত্র জিহাদের মাধ্যমে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করতে হবে।

রাসূল (সাঃ) বলেছেনঃ .....مَالَمْ يَأْمُرْكَ بِإِثْمٍ بَوَاحٍ.....

"শাসক তোমাকে আল্লাহর নাফরমানীর কাজের আদেশ না করলে তুমি তার বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদ করনা।" *(ফাতহুল বারীর শরহে বুখারী ১৩ খণ্ড)*

অর্থাৎ শাসক যদি তোমাকে আল্লাহর নাফরমানীর কাজের নিদের্শ বা অনুমতি দেয় তবে তার বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদ করে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করতে হবে।

দলীল ভিত্তিক উপরের আলোচনা থেকে বুঝা গেল যে, কোন মুসলিম শাসক যদি উপরোক্ত পাঁচটি কাজের মধ্য হতে যে কোন একটি কাজ করার অপরাধী সাব্যস্ত হয় তবে সেক্ষেত্রে তার বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদ করে তাকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে সেখানে ন্যায়পরায়ণ মুত্তাকী শাসক বসাতে হবে। যিনি সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর আইন অনুযায়ী দেশ পরিচালনা করবেন।

এবার এমন একটি বিষয়ের আলোচনা করা হচ্ছে যা আগের পাঁচটি কাজের চেয়েও জঘন্যতম। যাকে ইহদার আশ্-শারঈয়াহ্ বলা হয়।

اهدار الشرعية -এর অর্থ হলো- "ইসলামী সংবিধানকে বাতিল করে দেওয়া।"

একজন মুসলিম শাসক ইহদার আশ্-শারঈয়াহ্ করার অপরাধে ক্ষমতায় থাকার অধিকার হারায়। এরূপ শাসককে আল্লাহ্ তাআলা কাফের ঘোষণা করেছেন এবং কুরআন মাজীদে বহু জায়গায় এদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদ করার হুকুম দিয়েছেন। ইসলামী শরীয়ত বা সংবিধানকে বাতিল করার তিনটি অবস্থা হয়ে থাকেঃ

১। ইসলামী বিধান বাদ দিয়ে অনৈসলামিক মনগড়া মানব রচিত বিধান বাস্তবায়ন করা। যারা এরূপ করবে তারা শরীয়তকে অকেজো বা বাতিল করে দেয়, ফলে তারা মুসলমান থাকতে পারে না; বরং কাফের হয়ে যায়।

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

"আর সেসব লোক আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তদানুযায়ী হুকুমত পরিচালনা করে না, তারাই কাফের।" *(সূরা মায়েদাহঃ ৪৪)*

২। কিছু ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান এবং কিছু ক্ষেত্রে মানব রচিত বিধানে রাষ্ট্র চালানো এটাও পূর্ণ শরীয়তকে বাতিল করে দেওয়ার নামান্তর। আল্লাহ্ এরূপ কিছু কিছু বিধান নিজের পক্ষ থেকে বাস্তবায়ন না করার জন্য হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন। যারা এরূপ করল তারা পূর্ণ শরীয়তকেই বাতিল করল।

আল্লাহ্ তাআলা বলেনঃ

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ اللَّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ

"আর আমি আদেশ করছি যে, তাদের পারস্পরিক ব্যাপারাদিতে আল্লাহ্ যা নাজিল করেছেন তদানুযায়ী ফয়সালা করুন। তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না এবং তাদের থেকে সর্তক থাকুন যেন তারা আপনাকে এমন কিছু বিষয় থেকে বিচ্যুত না করে যা আল্লাহ্ আপনার প্রতি নাজিল করেছেন।" *(সূরা মায়েদাহঃ ৪৯)*

৩। যদি কোন মুসলমান শাসক এমন কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে যারা ইসলাম পালনকারীদের সহ্য করতে পারে না, ঈমানদারদের উপর দৈহিক বা মানষিক নির্যাতন চালায়, মুসলমানদের ঈমান-আকীদা ধ্বংসের পায়তারা করে, ইসলামী তাহাজীব-তাম্মাদুন মুছে ফেলে ইসলামদ্রোহী কৃষ্টি-কালচার বিকাশের চেষ্টা করে, এই অবস্থায় যদি উক্ত মুসলিম শাসক তাদের এই সকল কার্যক্রম চালানোর অনুমতি দেয় তবে সে মুসলিম ও ইসলাম বিধ্বংসী কার্যক্রমে সহযোগীতা করল বিধায় ইসলামী শরীয়তকে বাতিল করে দিল এবং সেও তাদের মত কাফের হয়ে গেল।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم مِّنَ الْحَقِّ

"হে মুমিনগণ! তোমরা আমার ও তোমাদের শত্রুদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করনা। তোমরা তো তাদের প্রতি বন্ধুত্বের বার্তা পাঠাও অথচ তারা তোমাদের কাছে আগত সত্যকে অস্বীকার করেছে।" *(সূরা মুমতাহিনাঃ ১)*

এখানে জ্ঞাতব্য বিষয় এই যে, যে ব্যক্তি ইসলামকে প্রতিষ্ঠার শপথ নিয়ে ইসলামী পদ্ধতি তে আমীর নির্বাচিত সে 'কুফরুন বাওয়াহ' বা ইহদার আশ-শারঈয়াহ-এর কোন একটি কাজ করে তবে তার বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদ করার নিদের্শ রয়েছে। কিন্তু যারা মুসলিম রাষ্ট্রে কুরআনের শাসন বিরোধী সংবিধান বাস্তবায়ন করার শপথ নিয়ে ক্ষমতায় এসেছে তারা এসব এসব শাসকদের চেয়েও জঘণ্যতম। অতএব এরূপ শাসকের রাষ্ট্রে বসবাসকারী ঈমানদার ব্যক্তিদেরকে আল্লাহ নিদের্শ দিয়েছেন তোমাদের নিকটবর্তী এই কাফের শাসকদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদ কর। ইহা প্রতিরোধ মূলক জিহাদ বিধায় প্রত্যেকের উপর ফরজে আইনঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ قَاتِلُواْ الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

"হে ঈমানদারগণ, তোমাদের নিকটবর্তী কাফেরদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদ চালিয়ে যাও এবং তারা যেন তোমাদের মধ্যে কঠোরতা অনুভব করে। আর জেনে রাখো আল্লাহ্ মুত্তাকীদের সাথে আছেন।" *(সূরা তাওবাঃ ১২৩)*

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ

"তারা কি জাহেলী বিধানের ফয়সালা কামনা করছে? আল্লাহ্ অপেক্ষা ঈমানদারদের জন্য উত্তম ফায়সালাকারী কে?" *(সূরা মায়েদাহঃ ৫০)*

অত্র আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম ইবনে কাসীর (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, "তাতারী মুসলিম শাসকগণ 'আল-ইয়াসেক' নামক সংবিধান দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনা করত। যা ছিল ইয়াহুদিয়াত, নাসারানিয়াত, ইসলাম ও নিজেদের চিন্তার সমন্বয়ে চেঙ্গিস খানের রচিত একটি ভিন্নধর্মী সংবিধান। যারা তাদের মত এধরনের সংবিধান দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনা করবে তারাও কাফের এবং তাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদ করা ওয়াজিব, যে পর্যন্ত তারা ঐ সংবিধান পরিত্যাগ করে ইসলামী সংবিধানের দিকে ফিরে আসে। কেননা ছোট বড়ো বা যে কোন সাধারণ ব্যাপারেও কুরআন-সুন্নাহ ছাড়া অন্য কোন বিধান গ্রহণ করা যাবে না। ঐ ব্যক্তি আল্লাহর সবচেয়ে বড় শত্রু যে কুরআন-সান্নাহ বাদ দিয়ে জাহেলী বিধানের অনুসন্ধান করে।" *(সূরা মায়েদাহঃ ৫০, তাফসীরে ইবনে কাসীর)*

"তাতারীদের বিরুদ্ধে ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহঃ) যখন চূড়ান্ত যুদ্ধের প্রস্তুতি নেন, তখন ঐ সময় একটি প্রশ্ন উঠানো হয় যে, আর যাই হোক তাতারীরা মুসলমান, অতএব তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাটা ধর্মীয় বিধানমতে কতটা সঙ্গত? ইবনে তায়মিয়্যাহ (রহঃ) এই দ্বন্দের নিরসন ঘটিয়ে বলেন, তাতারীরা খারিজীদের ন্যায় বিবেচিত হবে এবং যদি তোমরা আমাকেও তাতারীদের কাতারে কুরআন মাজীদ মাথায় নিয়ে দাঁড়ানো দেখতে পাও সে অবস্থায় আমাকেও তোমরা হত্যা করবে। এতে লোকেদের সকল দ্বিধা-দ্বন্দ দূরীভুত হয়ে যায় এবং তারই নেতৃত্বে তাতারী নামধারী মুসলিম শাসকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন।"

(ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রপথিক শায়খুল ইসলাম হাফিজ ইবনে তাইমিয়্যাহ-নামক গ্রন্থের ৫৩ হতে উদ্ধৃত)

মুসলিম প্রধান রাষ্ট্রে দ্বীন কায়েমের জন্য কিত্বাল করা যাবে কি?

ইসলামী বিধান প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে মুসলিম প্রধান দেশে কিত্বাল বা সশস্ত্র জিহাদ করার দলীল হিসাবে ডঃ মুহাম্মদ খায়ের হাইকাল তার 'শরীয়তের রাজনীতিতে জিহাদ ও কিত্বাল' নামক গ্রন্থের ২৯৮ পৃষ্ঠায় চারটি বিষয় উল্লেখ করেছেন যা নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ

১। শাসক যদি মুরতাদে পরিণত হয়ঃ উসমানী শাসনামলের সর্বশেষ খিলাফত পদ্ধতি বিলুপ্ত হওয়ার পর ইসলামী বিচার ব্যাবস্থা উচ্ছেদ করতঃ তদস্থলে কাফেরদের রচিত সংবিধানের বিচার ব্যাবস্থা প্রবর্তন করার কারণে রাষ্ট্র ব্যাবস্থায় দ্বীন বিমুখতা আসে ও শাসকগণ মুরতাদ হয়ে যায়। কেননা রাষ্ট্র পরিচালনায় যখন শরীয়তী বিচার ব্যাবস্থা পরিবর্তন করে পাশ্চাত্যের কুফ্‌রী বিচার ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়, তখন মুসলমান শাসকগণ মুরতাদে পরিণত হয়। অতঃপর তারা সাম্রাজ্যবাদীদের পদাংক অনুসরণ করে থাকতে চাই তা ধনতন্ত্রী হোক বা সমাজতন্ত্রী। এমতাবস্থায় ঐ সমস্ত শাসদের কাছে ইসলামের নাম ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না যদিও তারা নামাজ পড়ে, রোজা রাখে এবং নিজেদেরকে মুসলিম বলে দাবী করে। আর এভাবেই রাষ্ট্রে কুফ্‌রী শাসন ব্যবস্থা বিজয় লাভ করে, যদিও সেই রাষ্ট্রের অধিকাংশ নাগরিক মুসলমান। কোন মুসলিম রাষ্ট্রে এমন অবস্থার সৃষ্টি হলে কুফ্‌রী শাসন ব্যাবস্থা পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে সে দেশের প্রত্যেক মুসলমান নাগরিকের সশস্ত্র জিহাদের জন্য ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়া উচিত।

২। শরীয়তের উসূলী কায়দাঃ ما لا يتم به الواجب الا فهو واجب যে কাজ সম্পাদন ব্যাতিরেকে কোন ফরজ কাজ সম্পাদন করা যায় না তখন ঐ কাজ করাও ফরজ হয়ে যায়। যেহেতু বর্তমানে আমাদের মুসলিম দেশগুলোতে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা নেই আর আল্লাহ্ তাআলা আমদের উপর ইসলামী শাসন ফরজ করেছেন। কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্র ছাড়া তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়, সেহেতু ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করা ফরজ। এরপর কিত্বাল ছাড়া অন্য কোন উপায়ে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করার বিধান নেই, কেননা আল্লাহ্ কিত্বালের মাধ্যমে দ্বীন কায়েম করতে বলেছেন। অতএব উসূলী নীতির আলোকে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করার জন্য কিত্বাল করা ফরজ।

৩। শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হলেঃ মুসলমানগণ ইসলামের শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হলে সে দেশের প্রত্যেক মুসলমানদের উপর জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যায়। ইসলামী দেশগুলোতে হানাদার শত্রু এখন মুসলমানদের ভিতর থেকেই তৈরী হচ্ছে। সকল ক্ষমতার চাবি-কাঠি এখন তাদেরই এবং তারাই দেশের শাসক। তারা ঈমানদারদের হাত থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়ে আল্লাহর বিধানের পরিবর্তে মানব রচিত বিধান জারী করেছে। সুতরাং বহিঃশত্রুর স্থলাভিষিক্ত হিসাবে এদের বিরুদ্ধেও সশস্ত্র জিহাদ করা ফরজে আইন।

অর্থাৎ নামাজ-রোজা যেমন ফরজ এদের বিরুদ্ধে কিত্বাল করাও তদ্রুপ ফরজ। সুতরাং উক্ত নির্দেশ অনুযায়ী আভ্যন্তরীণ দুশমনদের হাত থেকে সশস্ত্র জিহাদের মাধ্যমে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়ে ইসলামী হুকুমত কায়েম করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজ।

৪। শাসক كفر بواح প্রকাশ্যে কুফ্‌রী কাজ করলেঃ যখন কোন মুসলিম শাসক প্রকাশ্যে কুফ্‌রী কাজ করে তখন মুসলমান নাগরিকদের নিকট থেকে আনুগত্য পাওয়ার অধিকার হারায় এবং ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার উপযুক্ত হয়, সে অবস্থাতে সশস্ত্র জিহাদের মাধ্যমে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করে ইসলামী শাসন ব্যাবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হয়।

(ইতপূর্বে কুফ্‌রে বাওয়াহার বিস্তারিত আলেঅচনা করা হয়েছে)

অতএব এ কথা স্পষ্ট যে, কোন শাসকের বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদ করতে হলে ঐ শাসক কাফের হওয়া শর্ত নয়; বরং ঐ শাসক মুসলমান হলে তার বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদ করতে হবে যদি সে তার রাষ্ট্রে শরীয়ত বিরোধী কাজের অনুমতি দেয় বা রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারক নিজেরাই শরীয়ত বিরোধী কাজ করে।

সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ী (রিযওয়ানুল্লাহি আলাইহিম আজমাইন)-গণের যুগেও এরূপ অনেক মুসলিম শাসকদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদ হয়েছে, ইসলামের ইতিহাস তার স্বাক্ষী। ঐ যুগের পর থেকে আজ পর্যন্ত ইসলামদ্রোহী কত নামধারী মুসলিম শাসকদের বিরুদ্ধে দ্বীন কায়েমের জন্য সশস্ত্র জিহাদ হয়েছে আমরা তার সবগুলোর খবর রাখি না। আর এ ভাবেই কিয়ামত পর্যন্ত সশস্ত্র জিহাদের মাধ্যমে দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজ চলতে থাকবে।

মানব রচিত বিধানে রাষ্ট্র পরিচালনাকারীদের সম্পর্কে ধারণাঃ

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

"আর যে সব লোক আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তদানুযায়ী হুকুমত পরিচালনা করে না, তারাই কাফের।" *(সূরা মায়েদাহঃ ৪৪)*

কেউ কেউ উপরোক্ত আয়াতে বর্ণিত কাফের হওয়ার হুকুমকে শুধু ইহুদী, নাসারা ও মুশরিক শাসকদের জন্য খাস করে থাকেন। মুসলমান শাসকদের জন্য হুকুমকে প্রয়োজন মনে করেন না। এটা একটা ভুল ধারণা; এ প্রসঙ্গে শায়িখ ইব্রাহিম (রহঃ) বলেন- "আল্লাহর নাজিলকৃত বিধান পরিত্যাগ করে মানব রচিত বিধানে ফয়সালা করা এক মহাকুফর, সবচেয়ে ক্ষতিকর কুফর ও সবচেয়ে জঘণ্যতম কুফর। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সাঃ)-এর সাথে বিরোধিতাকারী, শরীয়তের বিধানের সাথে ধৃষ্টতা পোষণকারী এবং শারঈ কোর্টের সাথে সাংঘর্ষিক ও তার মূল শাখা, আকৃতি-প্রকৃতি, বিধান-দলীল, প্রমাণ পঞ্জীর সাথে সকল দিক দিয়ে বিরোধী। ইসলামী কোর্টের জন্য যেমন একটি সংবিধান রয়েছে, যার সম্পূর্ণ ভিত্তি হলো কুরআন ও সুন্নাহ। অনুরূপভাবে বর্তমান কোর্টের জন্য এমন বিধান রয়েছে যা ফরাসী, আমেরিকান, বৃটিশ ও নব-আবিস্কৃত মতবাদ হতে সংগ্রহ করা হয়েছে। এ ধরনের কোর্ট-কাছারী বর্তমানে অধিকাংশ মুসলিম দেশে বিদ্যমান। যার পথ সবার জন্য উন্মুক্ত। আর সেখানে বিচারের আশায় মানুষ যাচ্ছেও দলে দলে। বিচারকগণ কুরআন ও সুন্নাহ্ বিরোধী ফয়সালা জনগণের চাপিয়ে দিচ্ছে এবং এই বিধান স্বীকার করতে বাধ্য করেছে। রিসালাতের স্বীকৃতি ভঙ্গ করার জন্য এই কুফরীর চেয়ে বড় কুফ্‌রী আর কি হতে পারে?"

(আল ইমামাতুল উয্‌মা ইনদা আহলুস ওয়াল জামাআ গ্রন্থের ১০৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য)

শায়িখ আব্দুল আজীজ মোস্তফা কামেল তাঁর লিখিত الحكم والتحكم গ্রন্থের ২৫৮ পৃষ্ঠায় বলেন "যারা বলেন যে, ইসলামী সংবিধান পরিত্যাগ করে মানব রচিত সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনাকারীরা মুসলমান না কাফের, সালফে সালেহীনগণ এ নিয়ে মতানৈক্য করেছেন, তাদের একথা মোটেও ঠিক নয়; বরং এটা অবান্তর এবং সালফে সালেহীনদের উপর মিথ্যা তোহমত, বিজ্ঞ আলেম তো দূরের কথা একজন সাধারণ মুসলমানও একথা বলতে পারে না যে, কোন ব্যক্তি আল্লাহ্ প্রদত্ত সংবিধানকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে তার পরেও সে মুসলমান হিসাবে বহাল থাকবে। এ প্রসঙ্গে শায়িখ আব্দুল কাদির বিন আব্দুল আজীজ-এর ফাতোয়া আল জামেয়া ফি তালাবিল ইলম-ই-শরিফ প্রথম খণ্ড ১৪৬ পৃষ্ঠায় বলেন- গণতান্ত্রিক একজন সংসদ সদস্য (এমপি, মন্ত্রী) জনগণেরই ভোটে নির্বাচিত হয়ে জনগণকে শাসন করার জন্য এই আইন প্রণয়নের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা অর্জন করে। এটা মানুষের নিজের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করা কারণ, কোন আইন দ্বারা তাঁর বান্দাকে শাসন করতে হবে তা প্রণয়নের ক্ষমতা আল্লাহ্ তাআলা কাহাকেও দেন নাই, কেননা এটা একমাত্র

তাঁরই জন্য খাস। সৃষ্টি যাঁর আইন তাঁর। أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ "শুনে রাখো, তাঁরই কাজ সৃষ্টি করা এবং আদেশ দান করা।"

(সূরা আরাফঃ ৫৪)

إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ "আল্লাহ ছাড়া কারও বিধান দেওয়ার অধিকার নাই।"

(সূরা ইউসুফঃ ৪০)

অতএব কুরআন-সুন্নাহ পরিপন্থী আইন প্রণয়নের কাজ যে ব্যক্তি করল, সে আল্লাহ ব্যাতীত ইলাহ বানাল এবং সৃষ্টির জন্য আইন প্রণয়নের অধিকার বিষয়ে আল্লাহর সাথে শরীক করল। নিঃসন্দেহে এ হচ্ছেঃ كفر اكرب কুফরে আকবার যা কোন ব্যক্তিকে ইসলামের সীমা রেখার বাইরে নিয়ে যায়। خارج عن الملة সে মুসলিম জাতী হতে খারিজ, মুরতাদ।

বর্তমানে এ দেশে কোন কোন দল ইসলামের নামে গনতন্ত্রের রাজনীতি করেছেন এবং ত্বাগুতের সাথে ঐক্য করে কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী সংবিধানের অধীনে এম, পি/মন্ত্রীত্ব পেয়েছেন এবং মানব রচিত সংবিধানে রাষ্ট্র চালিয়ে যাচ্ছেন। আর এভাবেই ইকামতে দ্বীনের দাবী করেছেন।

মক্কার কাফেররা তাদের সাথে ঐক্যের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে নেতৃত্বের আসন গ্রহণ করার প্রস্তাব দিয়েছিল, কিন্তু তিনি সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। যদি তাগুতের সাথে ঐক্য করে দ্বীন প্রতিষ্ঠা করা যেত তাহলে ইসলামের সেই দূর্দিনে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এ প্রস্তাবকে হিকমত আখ্যা দিয়ে সাদরে গ্রহণ করতেন।

বস্তুতঃ যখন কোন ঈমানদার সম্প্রদায় ত্বাগুতের সাথে একীভূত হয় প্রকৃতপক্ষে তখন তারা দ্বীন থেকে ফিরে যায় এবং আস্তে আস্তে তাদের অন্তর হতে ঈমানের দীপশিখা নিভে যায়, ফলে তারা ভ্রান্ত পথে চলতে থাকে। এমতাবস্থায় আল্লাহ তাআলা এমন সম্প্রদায়ের হাতে ইকামতে দ্বীনের দ্বায়িত্ব দেবেন যারা নবী-রাসূলগণের মতো সশস্ত্র জিহাদের মাধ্যমে ইকামতে দ্বীনের দ্বায়িত্ব পালন করবেন।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহতাআলা বলেনঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لآئِمٍ

"হে মুমিনগণ, তোমাদের মধ্যে যে স্বীয় দ্বীন থেকে ফিরে যাবে অচিরেই আল্লাহ এমন এক সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন যাদেরকে তিনি ভালোবাসবেন এবং তারাও তাঁকে ভালোবাসবে। তারা মুসলিমদের প্রতি বিনয়ী হবে এবং কাফেরদের প্রতি কঠোর হবে। তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে এবং কোন তিরস্কারীর তিরস্কারে ভীত হবে না।" *(সূরা মায়েদাহঃ ৫৪)*

এ আয়াতের তাফসীরে আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর উক্তি উল্লেখ করা হয়েছে; তিনি বলেন যে- "যারা মুসলমান হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নির্দেশ ও ইসলামী আইনকে অস্বীকার করে তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করা আমার কর্তব্য। যদি আমার বিপক্ষে সকল জ্বিন, মানব ও বিশ্বের যাবতীয় বৃক্ষ-প্রস্তর একত্রিত করে আনা হয় এবং আমার সাথে কেই না থাকে তবুও আমি একা এ জিহাদ চলিয়ে যাব।"

(তাফসীরে মাআরেফুল কুরআনঃ ৩৩৮ পৃষ্ঠা)

আজ গণতন্ত্রকামী নামধারী ইসলামী দলের নেতৃবৃন্দের মাঝে আবু বকর (রাঃ)-এর সেই জিহাদী চেতনা হারিয়ে গেছে। তাই তারা ত্বাগুতের বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদে অবতীর্ণ না হয়ে তাদের সাথে ঐক্য করেছেন এবং সাধারণ মুমিনদেরকে আল্লাহর আইন বাস্তবায়ন করার প্রলোভন দেখিয়ে নিজেরা ক্ষমতার স্বাদ চেখে বেড়াচ্ছেন। আর হিকমতের দোহাই দিয়ে শরীয়ত বিরোধী কাজগুলো নির্দ্বিধায় করে যাচ্ছেন। এভাবেই তারা একটা যোদ্ধা জাতির অতীত ঐতিহ্যকে ভুলিয়ে দিয়ে নৈতিক অবক্ষয় ঘটিয়ে তাদেরকে অধঃপতনের অতল তলে নিয়ে যাচ্চেন।

আর একশ্রেণীর লোকেরা ভাবছে, ঈমানদাররা দুনিয়াতে খুব সহজ-সরল জীবন যাপন করবে। সকালে উঠে নামাজ পড়বে তারপর যার যার শিক্ষা, চাকুরী, ব্যবসা,কৃষি ইত্যাদি নির্ধারিত কাজে-কর্মে ছড়িয়ে পড়বে এবং রাত হলে ঘুমিয়ে পড়বে এই তাদের রুটিন। অতএব কে আল্লাহর আইন মানল আর কে মানল না তা দেখার প্রয়োজন নেই। আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ-জিহাদ, মারামারি-কাটাকাটি এসব দাঙ্গা-হাঙ্গামায় জড়ানোর কি দরকার?

বাস্তবে ঈমানদারগণ কোন সাধারণ মানুষ নয়। এরা আল্লাহর প্রতিনিধি, আল্লাহর আইন বাস্তবায়নকারী আল্লাহর সৈনিক। সৈনিকদেরকে যেমন দেশ প্রতিরক্ষা ও আইন-কানুন বাস্তবায়ন করার জন্য তৈরী করা হয় তদ্রুপ আল্লাহ্ তাআলা দ্বীনের প্রতিরক্ষা ও তাঁর আইন বাস্তবায়ন করার জন্য মুমিন নামে কিছু সৈনিক তৈরী করেছেন। আর এদের নেতৃত্ব দেয়ার জন্য যুগে যুগে নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন। তাদের কাজ ছিল সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে আল্লাহর আইন বাস্তবায়ন করার উদ্দেশ্যে তাঁর সশস্ত্র জিহাদ করা।

কোথাও কেউ আইন অমান্য করে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি সৃষ্টি করলে সেখানে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য যেমন সশস্ত্র দল পাঠাতে হয়, তেমনি সমগ্র বিশ্বে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য আল্লাহ্ তাআলা আখেরী নবী মুহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর উম্মতদেরকে সশস্ত্র সৈনিক রূপে প্রেরণ করেছেন। যারা কিয়ামত পর্যন্ত সশস্ত্র জিহাদের এই ধারাকে অব্যাহত রাখবে।

রাসুল (সাঃ) বলেনঃ

بُعِثْتُ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ بِالسَّيْفِ وَجُعِلَ رِزْقِيْ تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِيْ وَجُعِلَتِ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ اَمْرِىْ وَ مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

"আমাকে কিয়ামত পর্যন্ত সকল যুগের জন্য তলোয়ার দিয়ে পাঠানো হয়েছে। আর আমার রিজিক (গণিমতের পন্থায়) বল্লমের ছায়ার নিচে রেখে দেয়া হয়েছে। অপমান ও লাঞ্ছনা তাদের ভাগ্যেই অর্পণ করা হয়েছে যারা আমার আদেশের বিরোধীতা করবে এবং যে ব্যক্তি অন্য কোন সম্প্রদায়ের আদর্শ গ্রহণ করবে সেও তাদের মধ্যেই গণ্য হবে।"

(সহীহ বুখারী, আহমদ)

অতএব যে সকল মুমিন রাসূল (সাঃ)-এর আদর্শ গ্রহণ করে দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য নিজের জান ও মাল উৎসর্গ করে, আল্লাহতাআলা তাদের জন্য জান্নাতের ওয়াদা করেছেনঃ

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের নিকট হতে তাদের জান ও মাল ক্রয় করে নিয়েছেন জান্নাতের বিনিময়ে। তারা আল্লাহর পথে সশস্ত্র জিহাদ করে অতঃপর তারা মারে ও মরে।" *(সূরা তওবাঃ ১১১)*

একজন মুমিনকে জানতে হবে, আমি কে? আমার দায়িত্ব কি? আমার রাসূল (সাঃ) কেন রক্ত ঝরিয়েছেন? আমার পূর্ববর্তী মুমিন ভাইগণ কীভাবে শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করে জান্নাতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন? আমাকেও জান্নাত পেতে হবে। তাই সকল ভ্রান্ত পথ ছেড়ে দিয়ে শাহাদাতের সেই সিরাতুল মুস্তাকীমের পথিক হতে হবে।

দ্বীন কায়েমের সঠিক আকীদা সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে দীর্ঘ দিনের লালিত অনেক চিন্তা চেতনার উপর হয়ত আঘাত এসেছে। আমাদেরকে বিষয়গুলো গভীর ভাবে অনুধাবন করতে হবে যে, কেন আমরা ইসলামী হুকুমত হারালাম? কেন আর নতুন করে ইসলামী হুকুমত কায়েম করা সম্ভব হচ্ছে না? কাফর-মুশরেকদের চক্রান্তে পড়ে কেন বার বার পথ হারাচ্ছি? কেন ইসলামের আকাশে সোনালী সুর্যের উদয় হচ্ছে না? তাই কারো প্রতি হিংসা নয়, কারো প্রতি বিদ্বেষ নয়, কাউকে কটাক্ষ করা নয়, কাউকে হেয় করার উদ্দেশ্যে নয়; আসুন আমরা বাস্তবতায় ফিরে আসি।

আজ আর আমাদের বসে থাকার সময় নেই। কাফের-মুশরেকরা গোটা বিশ্বের মুসলিম রাষ্ট্রগুলো হতে ইসলামী তাহজীব-তামাদ্দুন ধ্বংস করে দিয়ে পূর্ণ কুফ্‌রী রাষ্ট্রে পরিণত করার চক্রান্তে মেতে উঠেছে। একদিকে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোতে বিভিন্ন ইসলাম বিরোধী এন.জি.ও প্রতিষ্ঠা এবং সাংস্কৃতিক ও মিডিয়া আগ্রাসনের মাধ্যমে সুপরিকল্পিতভাবে আমাদের ঈমান কেড়ে নিচ্ছে; অন্য দিকে কুফ্‌র রাষ্ট্রগুলো গণতন্ত্রের মাধ্যমে তাদের সাম্রাজ্য বিস্তার করে মুসলমানদের ঈমানী শক্তি ও জিহাদী প্রেরণা মিটিয়ে দেওয়ার জন্য সুচতুর পরিকল্পনা একেরপর এক বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

এমন নাযুক পরিস্থিতিতে বিশ্ব মুসলিমদের প্রতি আহ্বানঃ

আসুন আমরা বিভিন্ন ফিরকা, তরীকা, মাযহাব, জামাআ'ত, জমিঈত, আন্দোলন, সংঘ ইত্যাদির মধ্যে যে সকল মত পার্থক্য রয়েছে তা ছেড়ে দিয়ে কুরআন ও সহীহ হাদীসের উপর আমল করি। একজন মুসলিমের দায়িত্ব হিসেবে দ্বীন কায়েমের জন্য আল্লাহ্ প্রদত্ত কিত্বালের

বিধানকে নির্ভয় চিত্তে মেনে নেই। আমাদের মুসলিম প্রধান দেশগুলো হতে সশস্ত্র ফেদায়ী (প্রতিরোধ মূলক) জিহাদের মাধ্যমে ত্বাগুতী হুকমত উতখাত করে ইসলামী হুকুমত কায়েম করি। এভাবে একেরপর এক নামে মাত্র মুসলিম দেশকে পূর্ণ ইসলামী শাসনে এনে পরস্পর একতাবদ্ধ হয়। অতঃপর কুফর প্রধান দেশগুলোতে ইক্বদামী (আগ্রাভিযান মূলক) জিহাদ করে সারা বিশ্বকে ইসলামের সুশীতল ছায়া তলে নিয়ে আসি আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সেই তওফীক দান করুন আমীন।

সুব্হা-নাকা আল্ল-হুম্মা, ওয়া বিহাম্দিকা আশ্হাদু আল্লা- ইলা-হা ইল্লা- আংতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতূবু ইলাইক।

যে কারণে এই বই লেখা

একদা বিশ্বের শাসক ছিল মুসলিম জাতি, আল কুরআনের পরিভাষায় তারা সর্বোত্তম উম্মত। সুদূর আটলান্টিক মহাসাগরের উপকূল থেকে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত একচ্ছত্র শাসক ছিল তারা এবং বিশ্বে ছিল অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি। সেই জাতির উত্তরসূরীরা এখন বিশ্বে সবচেয়ে লাঞ্ছিত, নিপীড়িত, শোষণ-বঞ্চনার শিকার, অশান্তির আগুনে জ্বলছে মুসলিম অধ্যূষিত ভূ-খণ্ড সমূহ। একবিংশ শতাব্দীর সূচনা লগ্নে এই অধঃপতিত জাতি তাদের হারানো ঐতিহ্য ফিরে পাওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে যার ছোঁয়া লেগেছে মুসলিম বিশ্বের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূ-খণ্ড বাংলাদেশেও। কিন্তু দুঃখের সাথে লক্ষ্য করা যাচ্ছে, দীর্ঘ দিন বিজাতীয়দের গোলামী করার দরুন যে হীন মানসিকতা, আকীদার বিকৃতি, ইসলামের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সর্ম্পকে ভ্রান্তির পাহাড় জমে ছিল, তা থেকে এখনও আমরা মুক্ত হতে পারিনি। দ্বীনকে বিজয়ী করাই ইসলামের মহান লক্ষ্য, এ সর্ম্পকে এখনও আমরা অজ্ঞ। কুফ্‌রী চক্রের পরিকল্পিত বুদ্ধিবৃত্তিক বিভ্রান্তির ফলে ফিরকাবাজী ও ধর্মের নামে ধর্ম বিরোধী আকীদাকে আঁকড়ে ধরে আছি। কুরআন-হাদীসের পথ ছেড়ে বিজাতীয়দের শিখিয়ে দেয়া বিভিন্ন তন্ত্র-মন্ত্র, ইজমকে বেছে নিয়েছি ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার পথ হিসেবে।

'কিন্তু কুরআন ও সহীহ্‌ হাদীস অনুযায়ী দ্বীন প্রতিষ্ঠার একমাত্র পথ হলো কিত্বাল'। ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে একমাত্র আল্লাহর নিদের্শিত পথেই। গণতন্ত্র ও গণ-অভ্যুত্থান, সমাজ বিপ্লব, সমাজ সংস্কার প্রভৃতি প্রচলিত যে সব পদ্ধতিতে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চলছে তা কুরআন ও সহীহ হাদীসের পরিপন্থী এবং পণ্ডশ্রম ছাড়া কিছুই নয়।

দ্বীন প্রতিষ্ঠায় কুরআন ও সহীহ হাদীসে বর্ণিত কিত্বালের পদ্ধতি নিয়ে যে সব বিভ্রান্তি রয়েছে তা' অপনোদনই এই বই লেখার উদ্দেশ্য। কোন মু'মিন এই বই পাঠান্তে বিভ্রান্তির বেড়াজাল ছিন্ন করে যদি কিত্বালের মাধ্যমে দ্বীনকে রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য উদ্বুদ্ধ হন তবেই আমাদের পরিশ্রম সার্থক হবে।

বিনীত
প্রকাশক